ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 April, 2023 ■ আগরতলা ৫ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২১ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলির সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জি-২০ সামিটের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জি-২০ সামিটে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্র ঘুরেছেন। পর্যটন ক্ষেত্রগুলির সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। সকালে অক্সিজেন পার্কে যোগ শিবিরের মধ্য দিয়ে তাঁরা আজ দিন শুরু করেছেন। এছাড়া, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও ভুবনেশ্বরী মন্দির দর্শন, সিপাহিজলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, নীরমহল এবং ছবিমুড়া পরিদর্শন করে ত্রিপুরার পর্যটনক্ষেত্রের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বিজ্ঞান-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগরতলায় আসা জি-২০ ভুক্ত দেশের প্রতিনিধিগণ আজ সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ গান্ধীগ্রামের অক্সিজেন পার্ক পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পিসিসিএফ কে এস শেঠি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ। অতিথিগণ প্রথমেই শহীদ দেবীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তারপর তাঁদের পার্কের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা অক্সিজেন পার্কের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের পারম্পরিক রূপ দেখানো হয়েছে। তাঁরা অর্কিডরিয়াম ঘুরে দেখেছেন। পরিশেষে এক যোগা সেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে আগর গাছের চারা লাগান।

তারপর ১০.৩০ টা নাগাদ জি-২০-এর প্রতিনিধিগণ পূর্বাশা পরিদর্শনে যান। সেখানে ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী তাঁদের স্বাগত জানান। পূর্বাশা কমপ্লেক্সে তাঁদের সম্মানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অতিথিগণ পরে সেখানকার স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। জি-২০ বিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা কারবারিদের ধরতে গিয়ে আক্রান্ত দুই পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। নেশা কারবারিদের জালে তুলতে গিয়ে আক্রান্ত দুই পুলিশ কর্মী। ঘটনা আমবাসা থানাধীন হৃদয় বস্তি এলাকায়। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত তিনজনকে আটক করেছে।

উল্লেখ্য, আমবাসা মহকুমায় চুরের উপদ্রপ অতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূল কারণ ড্রাগস। উঠতি বয়সের যুবকেরা ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হয়ে পরেছে ড্রাগসের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য শেষ পর্যন্ত চুরির পথ বেছে নিচ্ছে।

মঙ্গলবার অভিযোগ পেয়ে ড্রাগস খোরদের জালে তুলতে সাধারণ পোশাক পরিধান করে দুইজন আমবাসা থানাধীন হৃদয়বস্তী এলাকায় যায়, তখন কয়েকজন ছেলে গুলতি দিয়ে পুলিশের উপর আক্রমণ করে। তারপরে এলাকার কয়েকজন মহিলা এসে লাঠিশাটা নিয়ে পুলিশদেরকে মারতে থাকে।

এই অবস্থায় দুইজন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। এদিকে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত আপাতত তিনজনকে আটক করে। এর মধ্যে একজন মহিলা। আমবাসা থানার পুলিশ একটি মামলা নেয়।ঘটনার সাথে জড়িত আরো কয়েকজন কে জালে তুলবে বলে খবর। গোটা ঘটনা ছিঃছিঃ রব উঠেছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের মহকুমা শহরগুলিতে নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য। পুলিশ এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু, সাফল্য তেমন আসছে না বলে তথ্যাভিজ্ঞা মহলের দাবি।

ঈদের স্বপ্ন ছাঁই করে দিল ঢাকার বঙ্গবাজারের আগুন

হাজার হাজার দোকান ভষ্মীভূত, বুক চাপড়ে আর্তনাদ ব্যবসায়ীদের

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ৪ এপ্রিল।। প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা জ্বলে, কয়েকটি মার্কেটের কয়েক হাজার দোকান পুড়িয়ে অবশেষে নিয়ন্ত্রণে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজার মার্কেটের আগুন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৩৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শেষ পর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করে দমকল বাহিনীর ৪৮টি ইউনিট। দমকল বাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও আশপাশের মার্কেটে লাগা আগুনও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় দমকল বাহিনী।

সকাল ৬টা ১২ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাদের সহযোগিতায় সকাল থেকেই কাজ করেন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন পুলিশ, র্যাব ও আনসার সদস্যরা। বাংলাদেশে পাইকারি কাপড়ের বৃহৎ আড়ত হিসেবে পরিচিত রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজারের ৮টি মার্কেটের অন্তত ৫ হাজার দোকান ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। দোকানগুলোতে ৫ লাখ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের মালামাল ছিল বলে জানিয়েছেন তারা। সহায়-সম্বল হারানোর পাশাপাশি অনেকে বিভিন্ন ব্যাংকে বড় অংকের ঋণ রয়েছে বলেও জানান ক্ষতিগ্রস্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীর বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের জন্য হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মার্চ।। উন্নয়ন ফানুস! জল সংকটের ভুগছে পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষের। জলের জন্য নিত্যদিন একপ্রকার সংগ্রাম করতে হয় তাদের। পাহাড় চুষে পড়া জলই একমাত্র সম্বল। এমনই চিত্র উঠে আসে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মুঙ্গিয়াকামি আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত তুইকল পাড়া এলাকায়।

২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত তুইকল পাড়া এলাকায় প্রায় ৩০ টির অধিক জনজাতি রিয়াং পরিবারের বসবাস। এই পরিবারগুলোর দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন। খোঁজ নেওয়ার জন্য নেই কোন নেতা মন্ত্রী। ভোট আসলে নেতাদের চোখের জলের আবেগে তাদের গা ভাসাতে হয়। কিন্তু ক্ষমতায় আসতেই বিলাসবহুল গাড়ির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল বসত ঘর ও অটোরিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া ৪ এপ্রিল।। আগুনে পুড়ে ছাঁই একটি বসত ঘর সহ একটি অটোরিকশা। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের নলুয়া এলাকায়, কিভাবে আগুনের সূত্রপাত জানা না গেলেও তবে সর্বশান্ত বাড়ির মালিকের অভিযোগ দুর্বৃত্তরা নাশকতার জন্য আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ঋষ্যমুখ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দমকলের একটি ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও পুড়ে ছাই বসত ঘরের জিনিসপত্র সহ একটি অটোরিকশা, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঋষ্যমুখ ফাড়ির পুলিশ। এইদিকে মঙ্গলবার দুপুরে সর্বশান্ত বাড়ির মালিকের পরিবারের পক্ষ থেকে ঋষ্যমুখ ফাড়িতে মামলা করা হয়েছে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে , বাড়ির মালিকের নাম বাবুল দেবনাথ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ লক্ষ টাকার চেক বাউন্সের মামলা, ধর্মনগরে গ্রেপ্তার প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারনার কারণে ধৃত অভিযুক্ত প্রতারক অভিরূপ চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে টাকা না দেওয়া, চেক বাউন্স করা, লোন দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া, টাকা চাইতে আসলে কুকুর লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল অভিযুক্ত প্রতারক অভিরূপ চৌধুরীর বিরুদ্ধে।

সোমবার সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে প্রতারক অভিরূপ চৌধুরীকে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭, ৪২০, ৩২৫ এবং ৩০৭ ধারা সাথে ১৩৮ এম এস এক্ট ১৮৮১ প্রয়োগ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কাছ থেকে জিনিস এনে চেক দিয়ে দেয়। কিন্তু তার একাউন্টে কোন টাকা না থাকার কারণে চেক বাউন্স হয়। বাড়িতে টাকা চাইতে গেলে বিদেশি কুকুর লেলিয়ে দেয়। অন্যথায় মারপিট করে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।

সন্দীপ পাল নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ জানায় তার কাছ থেকে ওয়ে এল এক্স এ ১৬৯০০ টাকা দিয়ে একটি কম্পিউটার ক্রয় করেছিল অভিরূপ চৌধুরী। ক্রয় করে চেক দেয়। কিন্তু চেক বাউন্স হয়। ২০২৩ এর জুলাই মাসের ৩ তারিখ সে এবং তার ভাই গৌরব কান্তি ধর টাকা চাইতে গেলে তাদেরকে লাঠি দিয়ে মারধর করে ,এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ফার্জিন উদ্দিন এর কাছ থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচলের কিছু অঞ্চলের নাম প্রকাশ করল বেজিং, চিনা দাবি খারিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.)।। অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের চিনা নাম প্রকাশ করেছে বেজিং। অরুণাচল প্রদেশের ১১টি স্থানের নাম পরিবর্তন করে ওই এলাকাগুলিকে দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করেছে তারা। এমন খবর প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার কড়া প্রতিক্রিয়া দিল ভারত। চিনা দাবিও উড়িয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি স্পষ্ট বলেছেন, 'অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।'

চিনের বেসামরিক বিষয়ক মন্ত্রক একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির দুটি ভূমি এলাকা, দুটি আবাসিক এলাকা, পাঁচটি পর্বতশৃঙ্গ এবং দুটি নদীর ভৌগলিক অবস্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওই গোটা এলাকাকে জাংনান বা 'দক্ষিণ তিব্বত' হিসেবে উল্লেখ করেছে শি জিনপিংয়ের দেশ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকরা এটাকে অরুণাচলের ওপর চিনের দাবি জাহিরের নয়া প্রচেষ্টা বলেই মনে করছেন। চিনের রাষ্ট্র-চালিত সংবাদ মাধ্যম গ্লোবাল টাইমস সোমবার একটি রিপোর্টে বলেছে, এনিয়ে তৃতীয়বার অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম পরিবর্তন করল চিন।

এর আগে শি জিনপিংয়ের সরকারের নাগরিক বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে ২০১৭ ও ২০২১ সালে যথাক্রমে ছয়টি ও ১৫টি স্থানের নাম বদলানো হয়েছিল। সেই সময় চিন বলেছিল, ভৌগলিক নাম পরিবর্তন তাদের সার্বভৌম অধিকার। যদিও ভারতের তরফে প্রতিবারই স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অরুণাচল ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের নাম পরিবর্তনে সত্যিটা বদলে যায় না। এবারের ঘটনায় ভারতের বিদেশ

বিলোনীয়ায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ এপ্রিল।। বিলোনিয়াতে নিশি কুটুম্ব এবং নেশাখোরদের দৌরাত্ম অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এলেও আরক্ষা প্রশাসন মাঝে মধ্যে কয়েকজনকে আটক করতে পারলেও বিষয়টাকে কোনমতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না।

এই নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে জনগণ এবং সন্তানদের মা-বাবা। সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিটি জায়গাতেই চোরের দল হানা দিচ্ছে ,বাদ যাচ্ছে না বিভিন্ন মন্দির এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এত চুরির জিনিসপত্র যাচ্ছে কোথায় , এইটা খুঁজতে তৎপরতা শুরু করেছে এলাকার কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং যুবকেরা।

আজ বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ একদল যুবক হানা দেয় বনকর ঘাট এলাকার পুরানো জিনিস ক্রেতা মানিক চক্রবর্তীর দোকানে। ওনার মালের গোডাউনে হাতেনাতে ধরে ফেলে প্রদীপ দাস এবং অনুপ দেবনাথ নামে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলার রাজপথে শুরু হল ১১ দিনের চৈত্র মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আজ থেকে শুরু হয়েছে চৈত্র মেলা। এই মেলা চলবে চৌদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত। আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিনামূল্যে ভিটি বন্টন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলায় শকুন্তলা রোডে বসেছে চৈত্র মেলা। গ্রাম গঞ্জের বহু মানুষ চৈত্রের হাটে কেনা কাটার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁদের ধারণা চৈত্রের হাটে কম মূল্যে জিনিস বিক্রি হয়। আনন্দের সহিত তারাও কেনা কাটা করে থাকেন। ব্যবসায়ীরাও কিছু বাড়তি রোজগারের অপেক্ষায় থাকেন।

আজ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে গিয়েছেন। প্রতি বছরের মতো এবছরের চৈত্র মেলার প্রথম দিনেই ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্যনীয় ছিল। ক্রেতারা উৎসাহের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী কিনছেন।

জমি দখলের চেষ্টা আমিতলীতে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। মৃত মহিলার জমি দখল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আমতলি থানায় মামলা। আমতলি থানাধীন ভোলাগিরি পাড়ার বাসিন্দা পূর্ণিমা রাউত প্রায় তিন মাস আগে অসুস্থ হয়ে মারা যান।

জানা গেছে, যেদিন মহিলা অসুস্থ হয়েছিলেন সেদিন এলাকারই শিব শঙ্কর সাহা মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ তখনই শিব শঙ্কর মহিলার টাকা, জায়গার দলিল সহ বিভিন্ন নথিপত্র নিয়ে যান। এও অভিযোগ জায়গার দালালি করা শিব শঙ্কর সাহা নাকি দুই নম্বরি হুইল বের করে পূর্ণিমা রাউতের জায়গা নিজের বলে দাবি করছেন।

শুধু তাই নয়, মৃত মহিলার আত্মিয়- স্বজনদের হুমকি ভয়ভীতিও দেখাচ্ছেন সমাজদ্রোহীদের দিয়ে। এর প্রতিকার চেয়ে পূর্ণিমা রাউতের টাকা নথিপত্র ফিরে পেতে মঙ্গলবার ফের আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আত্মীয়রা। এর আগে মৃত মহিলার আত্মীয়দের তরফে থানায় লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে।

দিবালোকে চুরির চেষ্টা ধৃত চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। দিবালোকে দোকানে ঢুকে চুরির চেষ্টায় হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর। ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে গণধোলাই দিয়েছেন। রীতিমতো আধমরা অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। পশ্চিম আগরতলা থানার নাকের ডগায় নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় ওই ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দোকানের মালিক ফণীভূষণ দে জানিয়েছেন, দীবালোকে এমন চুরির চেষ্টা হবে ভাবতেই পারছেন না তিনি। তিনি বলেন, দোকানের পাশেই তাঁর বাড়ি। হটাৎ একটি প্রয়োজনে বাড়িতে যান তিনি। ওইসময় দোকানে কেউ ছিলেন না। এই সুযোগে এক যুবক দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করে পালানোর সময় এলাকাবাসী তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। চোর ধরা পড়েছে চিতার শুনে বাড়ি থেকে দৌড়ে এসেছি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে গাঁজা সহ গ্রেফতার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আন্তর্দেশীয় গাঁজা পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ। সোমবার গভীর রাতে ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম মলয়াতে বিএসএফের ১০৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অভিযানে গাঁজা সহ এক ব্যক্তি ধরা পড়েছে।

জানা গেছে, সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তখন তাঁরা দ্রুত অভিযানে বেরিয়ে পড়েন এবং ১০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ ইউসুফ আলি(৩৮)-কে আটক করেন। জেরায় তিনি স্বীকার করেছেন, পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজা এনেছিলেন। পরে বি এস এফ কর্তৃপক্ষ তাকে স্থানীয় কমলপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ তাকে আজ আদালতে সোপর্দ করেছে।

বিশালগড়ে দুঃসাহসিক চুরি নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। বিশালগড়ের অফিসটিলার পুরান পল্লী এলাকায় একটি বাড়িতে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে বিশালগড়ের অফিস টিলার পুরান পল্লী এলাকার প্রয়াত কিশোর দেবের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

চোরের দল প্রয়াত কিশোর দেবের ঘর থেকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রয়াত কিশোর দেবের স্ত্রী জানিয়েছেন অন্যান্য দিদের মতই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে কখন কিভাবে চোর ঘরে ঢুকেছে সে বিষয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ দফা দাবিতে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন সমগ্র শিক্ষার কর্মীদের, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। নিয়মিতকরণ, মহার্ঘ ভাতা প্রদান সহ ৬ দফা দাবিতে শিক্ষা দফতরে মঙ্গলবার ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে এসএসএ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। আগামী এক মাসের মধ্যে তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

সংগঠনের সভাপতি সর্বজয় রিয়াং বলেন, সমগ্র শিক্ষার অধীনে থাকা শিক্ষকদের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিএলএড পরীক্ষা পাশ করার মাকর্শিট যাচাই করার কথা ছিল, কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত হয়নি। তার জন্য প্রায় ৫০০জন শিক্ষক নিয়মিত বেতন স্কেল থেকে বঞ্চিত

হচ্ছেন বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি শিক্ষা দপ্তরের কাছে অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে একাধিক বার শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও কোনো সমাধান মিলেনি। তাই আজ তাঁরা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

তাদের আরও দাবি, সমগ্র শিক্ষার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৭৪ ▫ ৫ এপ্রিল ২০২২ ইং ▫ ২১ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিশ্বের শীর্ষে মোদি

বিশ্বের শীর্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশ্বের সব থেকে থেকে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতার সম্মান পাইয়াছেন মোদি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, সবাইকে পিছনে ফেলিয়া সবচাইতে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান পাইয়াছেন মোদি।বিশ্বের ২২ জন রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়া সমীক্ষা চালাইয়াছিল ‘মর্নিং কনসাল্ট’ নামে আমেরিকার এক সংস্থা। ওই সমীক্ষায় সর্বোচ্চ রেটিং পাইয়া শীর্ষে জায়গা করিয়া নিয়াছেন মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেটিং ৭৬ শতাংশ। মোদির পরে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট লোপেজ ওব্রাডোর। তাঁহার প্রাপ্ত রেটিং ৬১ শতাংশ। ৪১ শতাংশ রেটিং পাইয়া তালিকার ৬ নম্বর স্থানে রহিয়াছেন জো বাইডেন। তালিকায় দশম স্থানে রহিয়াছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তাঁহার রেটিং ৩৪ শতাংশ।‘মর্নিং কনসাল্ট’ নামে আমেরিকার ওই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি বছরের ২২ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই রেটিং দেওয়া
হইয়ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসেও ওই সংস্থার সমীক্ষায় বিশ্বের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে শীর্ষে ছিলেন মোদিই। সেই সময় তাঁহার রেটিং ছিল ৭৮ শতাংশ।

দেশে আদানি ইস্যুতে যতই ব্যাকফুটে থাকুন, ফের বিশ্বমঞ্চ জয়জয়কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন , ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে টপকাইয়া জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনেতার তকমা পাইলেন মোদি। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসিবার পর আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের নিশানা প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিলের পিছনেও মোদি কলকাঠি নাড়িয়াছেন, এমনটাই ধারণা অনেকের। সব মিলাইয়া সাম্প্রতিককালে একাধিক ইস্যুতে সমালোচিত মোদি এবং তাঁহার সরকার। যদিও তাহাতে করিয়া মোদির ফ্যান ফলোয়িং যে একবিন্দু কমেনি, বরং বাড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট হইয়া গেল ‘মর্নিং কনসাল্ট’-এর নয়া সমীক্ষায়।গত ফেব্রুয়ারি মাসেও ‘মর্নিং কনসাল্ট’-এর সমীক্ষায় বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা হিসাবে শীর্ষে ছিলেন মোদি। পাইয়াছিলেন ৭৮ শতাংশ রেটিং। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই আমেরিকার কূটনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’ দাবি করিয়াছে, ‘শত্রুদেশ’ চিনেও বিপুল জনপ্রিয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী। চিনা নাগরিকরা তাঁহাকে ভালবেসে ‘মোদি লাওক্সিয়ান’ নামে ডাকেন। লাওক্সিয়ান-এর অর্থ ‘অমর’। সীমান্ত নিয়া ভারত-চিনের লাগাতার বৈরিতার পরেও চিনা নাগরিকদের মধ্যে মোদির তুমুল জনপ্রিয়তা কৌতূহল জাগাইয়াছে আন্তর্জাতিক মহলেও।

টুইটারে এল নতুন আপডেট, নীল পাখির পরিবর্তে এল কুকুর মিম

লস এঞ্জেলেস, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ফের টুইটারে নতুন আপডেট আনলেন এলন মাস্ক। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে টুইটারে লোগো হিসাবে ব্যবহৃত নীল পাখির পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে কুকুরের মিমকে। আর এই পরিবর্তনটি করেছেন টুইটার কর্তা এলন মাস্ক নিজে।

ডেস্কটপের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হলেও, টুইটারের মোবাইল অ্যাপের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করেননি মাস্ক। টুইটারের কর্ণধার এলন মাস্ক টুইট করে জানিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি মতোই পরিবর্তিত হল।

তিনটি মামলায় স্বস্তি পেলেন ইমরান, পিটিআই প্রধানকে জামিন দিল লাহোরের এটিসি আদালত

লাহোর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): তিনটি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে স্বস্তি দিল লাহোরের সন্ত্রাস-বিরোধী আদালত (এটিসি)। অগ্নিসংযোগ, পুলিশের বিরুদ্ধে হিংসা ও ভাঙচুর এবং জিলে শাহ হত্যা সংক্রান্ত তিনটি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছে লাহোরের এটিসি আদালত। এই তিনটি মামলায় আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইমরান খানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে এটিসি আদালতে পেশ করা হয় ইমরান খানকে। তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও ইমরান খানকে এদিন সশরীরে হাজিরা দিতে হয়। এদিন তিনটি মামলায় ইমরান খানকে অন্তর্বর্তী জামিন প্রদান করেছে লাহোরের সন্ত্রাস-বিরোধী আদালত (এটিসি)।

ভারতে ২১-হাজারের গন্ডি পেরোল সক্রিয় রোগী; দৈনিক-সংক্রমণ ৩,০৩৮, মৃত্যু আরও ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০৩৮ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৭ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২১,১৭৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,২৯,২৮৪-তে পৌঁছেছে। ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৯০১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৭৭,২০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১,৬৪,৭৪০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভুবনেশ্বরে ৬ টি কুকুরকে বিষ খাইয়ে মারার অভিযোগ, দায়ের এফআইআর

ভুবনেশ্বর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ৬টি কুকুরকে বিষ খাইয়ে মারার অভিযোগ উঠল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভুবনেশ্বরের মৈত্রী বিহার থানার অন্তর্গত চন্দ্রশেখরপুর এলাকায়। ঘটনায় এক স্বেচ্ছাসেবকের তরফে দায়ের হয়েছে অভিযোগ। মৈত্রী বিহার পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ।

পিপল ফর অ্যানিমেলস-এর স্বেচ্ছাসেবক জীবন বি দাস তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, তিনি সন্দেহ করছেন কুকুরগুলিকে বিষযুক্ত খাবার খাওয়ানো হয়েছে। আর তাতেই একসঙ্গে ৬টি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নারী কেন ‘স্যার’ হয়ে ওঠেন

অর্পিতা শামস মিজান

সাম্প্রতিককালে ক্ষমতাশালী ‘নারী’ কর্মকর্তাদের আচরণ এবং ‘স্যার’ সম্বোধন নিয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বলছেন, নারীদের ‘স্যার’ সম্বোধন আসলে লিঙ্গসমতার একটি ভালো উপায়, আরেক দল বলছেন, এটি অত্যন্ত আপত্তিকর। একটি প্রশ্ন এখানে করা দরকার: বাংলাদেশে নারী পেশাজীবীদের ‘সম্মান’ নিশ্চিত করতে ‘স্যার’ সম্বোধন কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?

আসলেই অনেক নারী পেশাজীবীকে দেখেছি তাঁরা স্যার সম্বোধিত হলে খুব খুশি হন, বিশেষ করে তাঁরা যদি প্রশাসনিক পদে আসীন থাকেন। গত কয়েক বছরে নারী শিক্ষিকদের স্যার বলা মহামারি আকারে ছড়িয়ে গেছে। আমি নিজেই এর ভুক্তভোগী। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অধিবেশন পরিচালনাকালে আমাকে বারবার প্রশিক্ষণার্থীরা স্যার বলে সম্বোধন করছিলেন। আমি সোজাসাপটা বলে দিয়েছিলাম, আমাকে নাম ধরে ডাকতে। তারপরও আমাকে স্যার ডাক শুনতে হয়েছিল।

পেশাগত সম্বোধনের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য কেবল স্যার-ম্যাডাম ডাকায় সীমাবদ্ধ নয়। লক্ষণীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নারী শিক্ষিকদের অনেক সময় আপা বলে ডাকলেও পুরুষ শিক্ষকেরা কখনোই ভাই হন না, অন্তত আমি এমনটি হতে দেখিনি। বাংলাদেশে নারীদের আপা ডাকার ব্যাখ্যা হলোনারী কোমল, স্নেহময়ী, কাছে টেনে নেন। এর মাধ্যমে যেমন একদিকে নারীত্বের একটা স্টেরিওটাইপ তৈরি হয়, অন্যদিকে নারী পেশাজীবীদের পেশাদার গাম্ভীর্যকে লঘু করা হয়কিছুটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো।

বাংলাদেশে নারীমাত্রই স্যার হতে চান না। পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে আপনি নারী না পুরুষ, তার সম্পর্ক নেই। একজন পুরুষ নারীবাদী মানুষ হতে পারেন, আবার একজন নারী পুরোদস্তুর পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী হতে পারেন। আমি এবং আমার মতো অনেকেই মনে করেন না যে স্যার না হলে আমাদের সম্মান কমে যাবে, কারণ আমরা পুরুষকে সামাজিক সম্মানের মানদণ্ড মনে করি না। কাজেই, যেসব পুরুষতান্ত্রিক নারীরা সেভাবে ভাবেন, তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আলাদাভাবে বিবেচনার দাবি রাখে, এখানে অতিসরলীকরণ এবং অতিসাধারণীকরণ করা যাবে না।

একটি সমাজের আচার—আচরণ, প্রথা এবং লৈঙ্গিক সমীকরণসবকিছুই ওই সমাজের শব্দের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস জানায়, প্রথাগতভাবে রাষ্ট্রীয় পদের অনেক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে নারীরা অনুপস্থিত ছিলেন, কাজেই বাংলা ভাষায় এসবের লিঙ্গহীন শব্দের অভাব আছে। যেমন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সচিব প্রভৃতি। এখন কোনো নারী যখন তীব্র প্রতিযোগিতা পার করে এই ক্ষমতাবলয়ের ভেতরে ঢোকেন, তখন কিন্তু তাঁর লড়াই শেষ হয়ে যায় না। একজন নারী বিচারককে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে যেতে হয়, তিনি আইনের বিশ্লেষণে পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে দুর্বল নন, বা তিনি ‘আবেগের বশবর্তী হয়ে’ রায় লেখেন না। একজন নারী পেশাজীবীকে প্রতিনিয়ত মাথায় রাখতে হয়, কোনো পরিস্থিতিতে পুরুষ সহকর্মী কেমন আচরণ করবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি আচরণ করার চেষ্টা করেন।

পুরুষতান্ত্রিক ইকোসিস্টেমে টিকে থাকতে হলে অনেক নারীকে মানসিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক হয়ে উঠতে হয়। তাঁদের কাছে ‘স্যার’ ডাক আসলে নিজেদের পদমর্যাদা নিশ্চিতের প্রথম ধাপ। পুরুষ সহকর্মীর সদৃশ সম্বোধনের মাধ্যমে একটা আপাতসমতা আসছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

কিন্তু সমাজ যেহেতু নারী আর পুরুষকে একই মাপকাঠিতে দেখতে চায় না, কাজেই নারী পেশাজীবী ‘পুরুষালি’ আচরণ করলেও সেটা দোষ হয়। আবার পুরুষের মতো আচরণ না করে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চললেও তাঁদের কথা শুনতে হয়। যেমন আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন (নারী) ডিনের কাছে শুনেছি, তিনি বিভিন্ন মিটিংয়ে আলোচ্য বিষয়ের বাইরে খুচরা আলাপ করতেন না। এর ফলে তাঁকে অন্য পুরুষ ডিনরা রাশভারী এবং গম্ভীর হওয়ার অপবাদ দিয়েছিলেন। নারী পেশাজীবীদের এসব অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করলে কেন তাঁরা ‘স্যার’ হতে চান, তা বোঝা যাবে না।

কর্মকর্তাদের এ রকম আচরণ আসলে আমাদের ঔপনিবেশিক আইনের ফলাফল। দুটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হলেও আমাদের দেশের আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামো এখনো ব্রিটিশ আমলের আইন দ্বারা পরিচালিত। ফলে আমাদের প্রশাসনিক অনেক কাজকর্মে ঔপনিবেশিক হাবভাব চলে আসে, যেমন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্যার সম্বোধনের ওপর জোর দেওয়া, নিজেদের অন্যায় বা অসদাচরণ অস্বীকার করে জনগণকে অপমান করা বা তাদের ওপর দায় চাপানো ইত্যাদি।

এক. ফুকোর গভর্নমেন্টালিটি মতবাদ সাহায্য করবে। সরকার তার কাজ আদায়ের জন্য এমন কিছু টুল বা কৌশল অবলম্বন করে, যার মাধ্যমে অবচেতনভাবে শাসিত জনগণ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেমন আমাদের দেশে প্রচলিত বদলির শাস্তি। পেশাগত অসদাচরণের ক্ষেত্রে অনেককেই বদলি করা হয়। আদতে এটি কিন্তু কোনো শাস্তি না। কারণ, এতে ওই কর্মকর্তার কোনো বঞ্চনা হয় না। এ ব্যবস্থার উৎস ব্রিটিশ প্রশাসন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে নেটিভ এবং শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের আলাদাভাবে শাস্তি দেওয়া হতো। এই শাসনপদ্ধতিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ‘ঔপনিবেশিক পার্থক্যের শাসন’ (দ্য রুল অব কলোনিয়াল ডিফারেন্স)। নেটিভ ভারতীয়রা স্বভাবগতভাবে সাহেবদের চেয়ে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ, এ বিশ্বাস থেকেই বদলিকে একটি প্রথা হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যাতে কোনো ভারতীয় এক স্থানে বেশি দিন থেকে জনমত নিজের অনুকূলে না আনতে পারেন। এই আমলাতান্ত্রিক প্রথা পরে আমাদের দেশে সুদৃঢ়ভাবে গেড়ে বসে।

দুই. আইনের পজিটিভিস্ট ব্যাখ্যা যেখানে আইনের ক্লাসে প্রথমেই শেখানো হয় আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ। এর ফলে আইনের ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ আমাদের বিচার ও প্রশাসনের কাছে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেখানে সামাজিক বাস্তবতার বিবেচনা আসে তাত্ত্বিক নীরস ব্যাখ্যার পরে।

দুঃখের কথা হলো, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হলেও আমাদের দেশের আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামো এখনো ব্রিটিশ আমলের আইন দ্বারা পরিচালিত। ফলে আমাদের প্রশাসনিক অনেক কাজকর্মে ঔপনিবেশিক হাবভাব চলে আসে, যেমন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্যার সম্বোধনের ওপর জোর দেওয়া, নিজেদের অন্যায় বা অসদাচরণ অস্বীকার করে জনগণকে অপমান করা বা তাদের ওপর দায় চাপানো ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্যার সম্বোধন বদলালেই কি ঔপনিবেশিক পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বদলে যাবে? না। কিন্তু ভাষার ব্যবহার মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আজকাল ভাষায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে যখন নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, অথবা পুংলিঙ্গ শব্দ বাদ দিয়ে পুরুষ বা নারী কোনোটাই নয়এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, দুই রকম ফলাফল হচ্ছে ১. অবচেতনভাবে নারীবাচক শব্দকে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে; ২. পুংলিঙ্গকে মানদণ্ড হিসেবে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ঘুরেফিরে নারীবাচক অবস্থানকে পুরুষের চেয়ে হীন প্রমাণ করা হচ্ছে। ইংরেজি স্পাউসের আদলে কোনো উভয়লিঙ্গ শব্দ বাংলায় নেই। বাংলা স্বামী শব্দটি কেবল একজন নারীর বিবাহিত পুরুষ সঙ্গী বোঝায় না। স্বামী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কর্তা বা মালিক অর্থাৎ একটি অধিকারগত ক্ষমতা জড়িত। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ‘হাজবেন্ডকে’ নারীর কর্তা হিসেবেই দেখা হয়। কাজেই যত দিন পর্যন্ত স্পাউসের মতো কোনো লিঙ্গবৈষম্যহীন শব্দ বাংলায় না আসবে, তত দিন আমরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব থেকে বঞ্চিত হব। স্যার/ম্যাডাম এসব কলোনিয়াল শব্দের পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব শব্দ খুঁজে বের করতে হবে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে শব্দের ব্যবহার জরুরিভাবে সম্পৃক্ত। স্যার বললে কেবল নারী না, লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষেরাও বৈষম্যগ্রস্ত হন। লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষদের নানা পরিচয় আছে, যেমন লিঙ্গ রূপান্তরকামী মানুষ, ট্রান্স নারী, ট্রান্স পুরুষ, জেন্ডার ফ্লুয়িড মানুষ, ননবাইনারি মানুষ, হিজড়া এবং আরও অনেকে। সবাইকে গণহারে স্যার বললে তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকারকে অপমান করা হয়।

অনেকে প্রশ্ন তুলবেন, নিজ কর্মগুণে কেন নারী নিজের নারীত্বকে অহংকারের বিষয় করে তোলে না? নারী একা কেন, যেকোনো লিঙ্গপরিচয়ের মানুষেরই নিজ নিজ কর্মবলে শক্ত অবস্থানে যাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যখন একজন পুরুষ অধ্যাপক আর নারী অধ্যাপকের কাজকে একই মানদণ্ডে মানতে চায় না, সমাজ যখন একজন হিজড়া দোকানদারের কাছ থেকে জিনিস কিনতে চায় না, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে এসব শব্দের রাজনৈতিকপ্রভাব নিয়ে কথা বলতে হয়।

বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম পথিক মাইকেল প্রিয় বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল।। বাংলার রেনেসাঁসের মূল তত্ত্বই ছিল প্রাচীনত্ব থেকে বের হয়ে আসার পথ প্রস্তুত করা। প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বাংলাকে মুক্ত করে নতুন ভাবে তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতে শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে কাচা মালের প্রয়োজনে উপনিবেশ স্থাপন করাটা জরুরী হয়ে পড়তে শুরু করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপের ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি দেশগুলি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করলো ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতের ওপরে ভাব বিস্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন হতে থাকে। নতুন চেতনা শক্তি প্রসারিত হতে শুরু করলো বাংলায়। পাশ্চ্যাত্য সংস্পর্শে বাংলায় নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকলো। বাংলা তখন প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। নবাবী আমল থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলার দোরগোড়ায এসে উপস্থিত হয়েছে ইংরেজ শক্তি। বাংলা তাকেই আঁকড়ে ধরলো। তাকে অবলম্বন করেই বাংলা তখন জাগতেশুরু করেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সেই চিত্রটা পরিস্কার করে ধরে ফেলেছে। বাংলার দুর্বল দিকটাকে বুঝতে সক্ষম হয়ে। সেই দুর্বলকে অবলম্বন করেই ইংরেজ শক্তি বাংলায় প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলাকে রক্ষা করতে ইংরেজ সরকার তৎপর। তারা আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বাংলার হাত ধরে ভারত জয় করতে হবে। বাংলা তখন ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তখন বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাটা শক্তিশালী ছিল না। ধর্ম তখন সারা বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে রেখে দিয়েছে। একটি সময়ে সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার হাত থেকে বের হযে আসার আ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা। কিন্তু পারছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শাস্ত্র তখন গোটা বাংলার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা তখন ছিল না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িযে ছিলেন শক্তিশালী জর্ব চার্নক। তিনি স্বযং একজন সতী মহিলাকে শশ্মান থেকে উদ্ধার করে নিজের স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিলেন।

তখন জব চার্নকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না সমাজ। পুরো ব্যাপারটকে তারা তখন হজম করে নিয়েছিল। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হওয়ার মধ্যে দিযে বাংলা নবাবী শাসন থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে বাংলা। তার ফলে পলাশির যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। বাংলা তখন ইংরেজদের পক্ষে। নবাব সিরাজ পরাজয় স্বীকার করে পালিযে গেল বাংলা। নবাবী শাসনের পতন ঘটল। বাংলা প্রাচীন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিদায় জানাতে প্রস্তুতি নিল। সব দিক দিয়ে নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রবণতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন উদারপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী সাহেব হিকি, উইলিযাম কেরি, উইলিযাম জোন্স, ডেভিড হেযার, বেথুন, শ্রীরামপুরের মিশনরারীরা। বাংলাকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিযাম কলেজ বাংলা চর্চার পীঠস্থান। মানবতাবাদের জয়গান শুরু হয়ে গিয়েছে। ধর্ম বড় নয়। মানুষ বড় সেটা প্রমাণ করতে উপস্থিত হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে শুরু করে দিলেন পাশ্চাত্য চর্চা। হিন্দু কলেজ তখন সাহেবি চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া শুরু হয়েছে। তার আগে ডিরোজিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বোপন করে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা আর বেশি করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ধরে পাশ্চাত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাল। বাংলা জড়ে নয়া কর্মযজ্ঞ শুরু হল। গোটা বাংলার পরিস্থিতি ওলোট পালট। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা থেকে বের হয়ে ধর্ম ও সাহিত্য নতুন পথ ধরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রবনতা প্রবলতর হতে থাকলো। ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে থাকলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি থেকে ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারাকনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা সেখানে হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া গেল। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার মেয়ো শিক্ষিত হতে শুরু করে। তারপরে বহু সংগ্রাম করে হিন্দু মে.রা স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিকাশ এবং সার ঘটতে শুরু করলো। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন। জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়ে মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হলেন।

মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামাযণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিযে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়ে প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামাযণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু করলো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সমযে সাহেব হযে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সমযে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন ‘ক্যাপটিভ লেডি’ মহাকাব্য। বাইরনের ‘দ্য লেডি অব স্যালোট’ মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি তিষ্ঠিক কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককূল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন।

বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখলেন ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’। বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেলসম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের কোনও চিড় ধরে নি। মাইকেলের বন্ধু মহল তখন তৈরি হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের ততালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কিন্তু এই সব বন্ধুরা তাঁর দুর্দিনের পাশে এসে দাঁড়াযনি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় খুব বেশি হলে ছয় বছর মাত্র। দুই জনের সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। সেখানে কোনও স্বার্থ কাজ করেনি। শুধু বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মাইকে বাংলার চর্চায বিশেষ মনোযোগী হোক। এই চাওয়াটা বিদ্যাসাগর নিজ স্বার্থে নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে চাওয়া। তিনি বাংলা ভাষা রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মাইকেলকে সহযোগিতা করেছিলেন। বাংলা ভাষার বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একের পর এক মাইকেলের আবদারকে নীরবে সহ্য করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এখানেই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জয় হল বলা যেতে পারে। যে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস’ বিধবা বিবাহ প্রচলন করে স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথাকে ব্যক্ত করলেন। আর মাইকেল ‘বীরঙ্গানা কাব্য’ এবং ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য রচনা করে প্রাচীন ভারতের নারী আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিলেন। যাঁরা মহাকাব্যের যুগে অচ্ছ্যুত হয়েছিলেন তাঁরা মাইকেলের হাত ধরে সমাজের াদদীপে সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে বিদ্যাসাগরের জয় হলো বলা যেতে পারে বিদ্যাসাগর মাইকেলের ওপরে কোনও জোর খাটাননি। মাইকেলের চিন্তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। উল্টে মাইকেল বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মাইকেল যেসব কাব্য, নাটক রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছে। সেই সব প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সুস্থ শিক্ষিত সমাজ তৈরি করা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। সেই পথে চলার সাথী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন মাইকেলকে। এখানেই বিদ্যাসাগরের নারী মুক্তি তথা মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থকতা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আদালতে বিরোধী দলনেতা

জ্বলছে রিষড়ায়, রাজনীতির পারদ তুঙ্গে

রিষড়া, ৪ এপ্রিল (হি.স.): হুগলির রিষড়ায় শান্তি ফিরল না এখনও, রাতভর অশান্তির পর মঙ্গলবার সকালেও থমথমে পরিস্থিতি রিষড়ায়। সকাল থেকে এলাকায় টহল দিতে দেখা হয় পুলিশকে। সাধারণ মানুষের উদ্বেগ এখনও কাটেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।
হুগলির রিষড়া স্টেশনের কাছে সোমবার রাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। হাওড়া-বর্ধমান শাখায় প্রায় তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল রাতে। যে কারণে সমস্যায় পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। রাত ১.০৮ মিনিটের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
মঙ্গলবার সকাল থেকেই রিষড়া এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাড়তি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চন্দননগর পুলিশ, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পাশাপাশি হাওড়া সিটি পুলিশকেও ডাকা হয়েছে। ছোটখাটো দোকানপাট সকালের দিকে খুলতে দেখা যায়নি। এলাকায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা।
এদিকে, রিষড়া অশান্তি ও হিংসার খবর শুনে দার্জিলিং সফর কাঁটছাঁট করে কলকাতায় ফিরে আসছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, রিষড়ায় অশান্তি ও হিংসার খবর শুনে রাজ্যপাল বোস উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
এদিকে, হুগলি জেলার রিষড়া স্টেশনের কাছে সোমবার রাতের অশান্তির জেরে হাওড়া-বর্ধমান শাখায় প্রায় তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। স্টেশনের কাছে চার নম্বর রেল গেট এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। অশান্তির কারণে যাত্রী নিরাপত্তায় রিষড়া স্টেশন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় একটি আপ ব্যান্ডেল লোকালকে। দুর্ভোগে পড়তে হয় হাজার হাজার যাত্রীকে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর, রাত ১.০৮ মিনিটের পর থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে পরিষেবা।
সোমবার রাতে অশান্তি শুরু হয়েছিল হুগলির রিষড়া স্টেশনের কাছে। চলে ব্যাপক বোমাবাজি। এ সবের জেরে হাওড়া থেকে আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একের পর এক ট্রেন বাতিল হওয়ায় হাওড়া স্টেশনে শুরু হয় যাত্রী বিক্ষোভ। রাত ১০টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে ঘোষণা করা হয় বর্ধমান শাখায় আপাতত ট্রেন চলবে না। বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিলও করে দেওয়া হয়। ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় এবং রেলের তরফ থেকেও কোনও স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে হাওড়া স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন যাত্রীদের একাংশ। রাত ১২টা নাগাদ আবারও রেলের তরফ থেকে জানানো হয়, পরিস্থিতি শান্ত হয়নি এখনও।
দীর্ঘ সময় যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার পর, রাত ১টার কিছু আগে রিষড়ায় এসে দাঁড়ায় আপ বাঘ এক্সপ্রেস। এর কিছু ক্ষণ পরেই রেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, "যাত্রীদের ট্রেনে উঠে বসতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এখনই সিগন্যাল দেওয়া হবে।" তারপর রাত ১টা ৫ মিনিটে ছেড়ে যায় বাঘ এক্সপ্রেস। এবং তার ৩ মিনিট পরেই ছাড়ে আপ ব্যান্ডেল লোকাল। স্বস্তি পান যাত্রীরা।
অপরদিকে, সোমবার রিষড়ায় অশান্তির ঘটনার আহতদের দেখতে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফর কাটছাঁট করে কলকাতায় ফেরেন রাজ্যপাল। তার পর যান রিষড়ায়। রিষড়ার পরিস্থিতি ঘুরে দেখে দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্যপাল।
রিষড়ায় অশান্তির ঘটনায় বিজয় মালিক নামে এক বাসিন্দা আহত হয়েছেন। তাঁকে দেখতে মঙ্গলবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে যান রাজ্যপাল। তাঁকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পর রাজ্যপাল বলেন, "অশান্তির ঘটনায় উনি জখম হয়েছেন। উনি মাথায় চোট পেয়েছেন। চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। আজ অস্ত্রোপচার হবে।""'রিষড়ার ঘটনায় বহিরাগতরা ছিলেন", রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ এক বাসিন্দার। রিষড়ায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। সেই সময়ই বাসিন্দারা এই অভিযোগ জানান।
এদিকে, রিষড়ায় রাজ্যপালের সফর নিয়ে 'খুশি' রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পরিস্থিতিতে উনি সেখানে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।"
সম্প্রতি রাজ্যে অশান্তির ঘটনায় রাজ্যপাল আনন্দ বোসের ভূমিকায় 'অসন্তোষ' প্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেছিলেন, "গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ও জগদীপ ধনকরের মতো ভূমিকা ওঁর মধ্যে এখনও দেখিনি।" এর পর মঙ্গলবার রিষড়ায় রাজ্যপালের সফর নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন সুকান্তবাবু। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপ্রিয় জনগণকে রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
মঙ্গলবার ভোরে টুইটারে তিনি লিখেছেন, "রিষড়া রেল স্টেশনের কাছে পাথর ছোড়া ও বোমা হামলার কারণে হাওড়া-বর্ধমান লাইনে লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। আরপিএফ-এর হস্তক্ষেপের পরে ট্রেন পরিষেবা ফের চালু হয়। রিষড়া জ্বলছে এবং সমগ্র রাজ্য প্রশাসন দিঘায় সমুদ্র সৈকত ছুটি উপভোগ করছে।
কেন ওখানে বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা হল? কেউ তো মিছিল করেনি। রাজ্য সরকার দাবি করেছে 'সব ঠিক আছে'। এই সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনই পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপ্রিয় জনগণকে রক্ষা করার একমাত্র সমাধান।"প্রতিক্রিয়ায় ইন্দ্রা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "দেখুন কি ভাবে হাওড়ার পর এবার শ্রীরামপুরে রামনবমী শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করা হয়েছে, হিন্দু উৎসব হলেই আক্রান্ত হতে হচ্ছে বাংলায়। পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে? কাদেরকে খুশি করতে?" বাপ্পা পাত্র লিখেছেন, "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বারে বারে কেন পুলিশ প্রশাসন ফেল হবে, ইন্টেলিজেন্ট রিপোর্ট ছিলো না কেন, নিরীহ সনাতনী মানুষকে বারে বারে একটা সম্প্রদায়ের হাতে কেন আক্রান্ত হতে হবে।"এদিকে, হাওড়ার পর রিষড়ায় অশান্তির ঘটনাতেও কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে মঙ্গলবার আবেদন করেন বিরোধী দলনেতার আইনজীবী।
এই আবেদনের ভিত্তিতে শুভেন্দুবাবুর আইনজীবীকে অতিরিক্ত হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। অতিরিক্ত হলফনামার প্রেক্ষিতে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।
রবিবারের পর সোমবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির রিষড়ায়। রিষড়া স্টেশনের কাছে সোমবার রাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। হাওড়া-বর্ধমান শাখায় প্রায় ৩ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল রাতে। যে কারণে সমস্যায় পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। রাত ১টার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এলাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
এর আগে, হাওড়ায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে দিয়ে তদন্তের আর্জি জানান। হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর দিনাজপুরে অশান্তির ঘটনায় সোমবার রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে হাই কোর্ট। সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, বুধবারের মধ্যে ওই রিপোর্ট এবং নজরদার (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজ ৫ এপ্রিলের মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে।সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে হাওড়া এবং ডালখোলায় অশান্তি মামলার শুনানি হয়। মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, "পুলিশের অনুমতি নিয়ে মিছিল হয়েছিল। ৩০ মার্চের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মিছিলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।"

সিকিমে ভয়াবহ তুষারধস, নিহত ৬ পর্যটক, মাটির নিচে শতাধিক

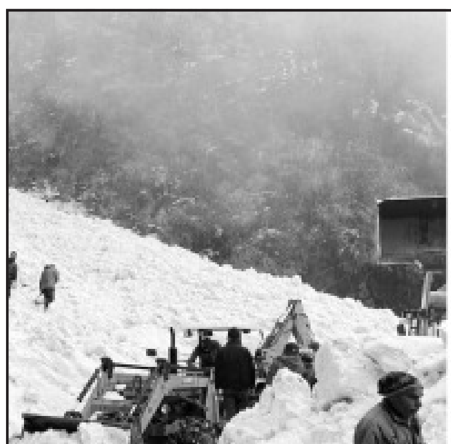

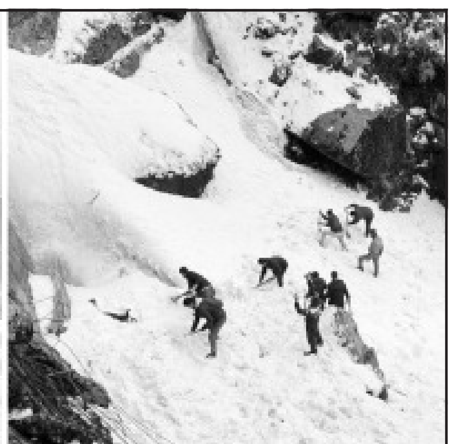

গ্যাংটক, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ তুষারধস সিকিমের ছাঙ্গুতে। সিকিমের ছাঙ্গু রোডে ১৭ মাইলে তুষার ঝড়ে বিপাকে অন্তত ১৫০ পর্যটক। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তুষারধস নামে। বরফে তলিয়ে অন্তত ৬ জনের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় সিকিম পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। তবে খারাপ আবহাওয়া উদ্ধারকার্য্য বাধা পাচ্ছে।
সোমবার রাত থেকে দফায়-দফায় তুষারপাত চলছে পূর্ব সিকিমের নাথুলা, বাবা মন্দির, ছাঙ্গু এলাকায়। ফলে ১৫ মাইলের পর আর পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, তুষারপাতের খবর পেয়ে এদিন সকালে পর্যটক দল ছাঙ্গুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাতেই বিপদ বাঁধে। সূত্রের খবর, সেই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন বেশ কিছু পর্যটক। কাছেই সার দিয়ে দাঁড় করে রাখা ছিল পর্যটকদের গাড়ি। সেই সময় পাহাড়ের উপর থেকে তুষারধস নেমে আসে। তাতেই চাপা পড়ে যান পর্যটকরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছু অতি উৎসাহী পর্যটক ১৫ মাইলে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে ১৭ মাইল পর্যন্ত পৌঁছে যান। উদ্দেশ্য ছিল, ছবি তোলা। সেখানে বরফের পুরুস্তর ছিল। তাতে পা দিতেই তলিয়ে যান তাঁরা।
জানা গিয়েছে, ১৭ মাইলের কাছে নামতে প্রবল তুষারঝড়ের মুখে পড়েন তাঁরা। বেশ কয়েকজন বরফে তলিয়ে যায় বলে খবর। তাঁদের মধ্যে শিশুও আছে বলে জানা গিয়েছে। অসমর্থিত সূত্রে ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে খবর। গাড়ি চালকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে অক্সিজেনের সমস্যা হচ্ছে। ফলে বিপদ আরও বেড়েছে। ওই এলাকায় তুষারধস নেমেছে কি না তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।
প্রসঙ্গত, এর আগে, মার্চ মাসেও প্রবল তুষারপাত হয় সিকিমের ছাঙ্গু লেক এলাকায়। সেই সময় সেখানে ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়েন বহু পর্যটক। পর্যটকদের উদ্ধার করতে হাত লাগায় সেনাবাহিনী। সেনার সাহায্যেই বহু পর্যটককে উদ্ধার করা হয়। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফের ছাঙ্গু যাওয়ার পারমিট দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এদিনের ঘটনা নিয়ে আগাম কোনও পূর্বাভাস ছিল না বলেই সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

'ভোট লুটে'র হিসেব চাইলেন মমতা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : দিঘার সভা থেকে ফের নন্দীগ্রামের ভোটের ফল নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন লোডশেডিং নিয়ে। বললেন, "নন্দীগ্রামে ভোট লুটের হিসেব চাই।" নাম না করে আক্রমণ করলেন অধিকারী পরিবারকে।
মঙ্গলবার দুপুরে দিঘায় সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি। হাওড়া ও রিষড়ার অশান্তির জন্য সরাসরি আক্রমণ করেন বিজেপিকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ফের উঠে আসে বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে কারচুরি প্রসঙ্গ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নন্দীগ্রামে ভোট লুট হয়েছে। বিজেপি যে কটি আসন পেয়েছে, জানবেন সব কটি আসনে লুট হয়েছে। ভোটের গণনার দিন তিন ঘণ্টা কেন লোডশেডিং হয়েছিল, তার হিসেব আমরা চাই।" এরপরই তিনি আরও বলেন, "ছেড়ে কথা বলব না। অনেক সহ্য করেছি।"

করিমগঞ্জের টিলাবাজারে ৪০ লক্ষ টাকার ইয়াবা বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার দুই

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন টিলাবাজারের চাঁদশ্রীকোণায় মাদক-বিরোধী অভিযানে নেমে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মায়ানমারে তৈরি নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে সদর পুলিশ।
জানা গেছে, সূত্রের এক খবরের উপর ভিত্তি করে সোমবার রাতে অভিযানে নামেন করিমগঞ্জের ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) গীতার্থ দেবশর্মা।
অভিযানে নেমে চাঁদশ্রীকোণার পীরেরচক গ্রামে জনৈক আব্দুল খালিকের বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২.০৯৫ কেজি ওজনের ২০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে সদর ডিএসপি নেতৃত্বাধীন পুলিশের দল। বাজেয়াপ্তকৃত ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
সদর ডিএসপি গীতার্থ দেবশর্মা জানান, সোমবার রাতে চাঁদশ্রীকোণার পীরেরচক গ্রামের আব্দুল খালিকের বাড়িতে ড্রাগসের লেনদেন হবে, গোপন সূত্রে খবর পান পুলিশ সুপার। ওই খবরের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে নামেন তাঁরা। আর এতে সাফল্যও মেলে। ২.০৯৫ কেজি ওজনের দুটি ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট উদ্ধার করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল, জানান ডিএসপি সদর।
ডিএসপি সদর জানান, অভিযানে আব্দুল খালিক সহ ড্রাগস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত গ্রামেরই প্রাক্তন ওয়ার্ড মেম্বার জনৈক এনাম উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উভয়ের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুই মাদক কারবারির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে তাদের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
বলেন, আব্দুল খালিক বহুদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সোমবার রাতে তাকে হাতেনাতে ধরা হয়। এই কাণ্ডে আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন সদর ডিএসপি গীতার্থ দেবশর্মা।
আজ মঙ্গলবার দুজনকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

কর্ণাটকে জয় নিয়ে উভয় দলই আত্মবিশ্বাসী

বেঙ্গালুরু, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই দাবি করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। মঙ্গলবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কর্ণাটকে বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কিছু আসনে চমকপ্রদ ফল আসবে। কর্মী ও নেতাদের আস্থা আছে।
মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই আরও বলেছেন, ফলাফলের পরই জনগণের মতামত জানা যাবে। জনগণের সমর্থন না থাকলে বিধায়ক হওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাইয়ের কথায়, ডি কে শিবকুমার ও সিদ্দারামাইয়া দু"জনেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্ন পূরণ হবে না।
এদিকে, বিজেপিকে আক্রমণ করে কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার বলেছেন, কর্ণাটকে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা রাজ্যে সুশাসন আনব। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ।

জি-২০ : গান্ধীনগরে ডাণ্ডি কুটির গেলেন প্রতিনিধিরা

গান্ধীনগর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের গান্ধীনগরে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত কর্মীগোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৈঠকের ফাঁকে প্রতিনিধিবর্গ, তৃতীয় তথা শেষ দিনে মঙ্গলবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে উৎসর্গ করে নির্মিত সংগ্রহশালা 'ডাণ্ডি কুটির' ঘুরে দেখেন। গত রবিবার থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলনে জি-টোয়েন্টি সদস্য দেশ, আমন্ত্রিত দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের আওতায়, জি-২০—এর ক্ষমতায়ন বিষয়ক দ্বিতীয় বৈঠক এদিন কেরালার তিরুবনন্তপুরমে শুরু হয়। আজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ পার্শ ইভেন্টে অংশ নিয়ে বলেছেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, মজুরি এবং বীমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ ২০.৯ শতাংশে বাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর হামলা, আদালত অবমাননার মামলার অনুমতি চায় সিবিআই

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় পুলিশ মামলার নথি সিবিআই-কে হস্তান্তর করছে না। ফলে তদন্তের কাজও শুরু করা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার আদালতকে এ কথা জানাল সিবিআই।
সিবিআইকে তদন্তভার দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই ঘটনার তদন্ত করুক বলে রায় দেয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু সিবিআইয়ের দাবি, নথি হস্তান্তর না করে পুলিশ আদালত অবমাননা করেছে। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার

মামলা করার অনুমতি চাওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআইকে সেই অনুমতি দিয়েছে। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।
গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় শাহের ডেপুটি নিশীথের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, বোমা, গুলি এবং পাথর ছুড়ে হামলা চালানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছিল, বুড়িরহাট এলাকায় তাঁর কনভয় পৌঁছলে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ ছিল, নিশীথের কনভয়ে হামলা আসলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের চক্রান্ত। অন্য দিকে, পুরো ঘটনার দায় নিশীথের ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়কের দাবি, সমাজবিরোধীদের দিয়ে নিশীথ এলাকা দখল করতে চেয়েছিলেন।

বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টি দিল্লিতে, তাপমাত্র বাড়বে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি, বৃষ্টি হয়েছে সমগ্র রাজধানী অঞ্চলে। মঙ্গলবার ভোররাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। বৃষ্টি থামেনি এদিন সকালেও, দিল্লি লাগোয়া গাজিয়াবাদেও হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। অসমের বৃষ্টি দিল্লীবাসীকে স্বস্তি দিলেও, রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। কোথাও কোথাও যানজটেরও সৃষ্টি হয়।
শুধুমাত্র দিল্লি, এদিন ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবেও। বৃষ্টির দরুণ দিল্লির তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। সকালের দিকে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন সকালে বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীর। আয়ানগরে ৮.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
এদিকে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবার ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় আগামী ২ দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। সেখানেও দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে, তবে পরিমাণে কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আগামী কিছুদিন পরিবেশ থাকবে মূলত শুষ্ক। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে। প্রথম ৭২ ঘন্টায় ২ থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তারপর উষ্ণতার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই পূর্বাভাস। দক্ষিণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু কমেছে। পশ্চিম থেকে শুষ্ক বায়ু ঢুকছে। সে কারণেই বাড়তে পারে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এই ৩ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি থামলেই উত্তরবঙ্গেও দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে।
কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। বুধবার থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাত্র ২ চামচ তেলেই বানিয়ে নিন অফিস-স্কুলের লাঞ্চ

আজকাল অধিকাংশই কম তেল মশলায় খাওয়া অভ্যাস করছেন। এই কম মশলাদার খাবার খেলে শরীর যেমন সুস্থ থাকে তেমনই ওজনও কমে দ্রুত। সুগার, প্রেশার, কোলেস্টেরলের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। সেই সঙ্গে রয়েছে ওবেসিটির সমস্যাও। যে কারণে হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আজকাল প্রত্যেকেরই অফিসের চাপ খুব বেশি। এক জায়গায় বসে টানা কাজ করতে হয়। আর ভরসা তাই ইনস্ট্যান্ট ফুড। এই চটজলদি খাবারের মধ্যে ফাস্টফুডই পেশি থাকে। পিতা, বার্গার, কফি, রোল, চিপস এসবই বেশি খাওয়া হয়ে যায়। আবার বেশি কাজ করলে ভাল মন্দ খেতে ইচ্ছে করে। ফলে তখন পোলাও, বিরিয়ানি, রাইস, চিকেন এসবই বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়ে যায়। এসব তো আর রোজ খাওয়া চলে না। তাই আজ রইল একদম কম তেলে রান্না করা দুটি হেলদি রেসিপি। লাঞ্চে খেলে পেট ভরবে আর শরীরও ভাল থাকবে। দেখে নিন রেসিপি।

কড়াইতে ২৫০ মিলি জল দিয়ে সামান্য নুন দিয়ে দিন। এর মধ্যে লম্বা টুকরো করা গাজর, বিনস, বেবি কর্ন লম্বা করে কেটে দিয়ে ৪ মিনিট ভাল করে ফুটিয়ে ভাপ তুলে নিন। পালং শাক ভাল করে কেটে জল দিয়ে ধুয়ে রাখুন। গাজর বিনস ছাড়াও ব্রকোলি, মটরশুটি এসব দিতে পারেন। সবজি সিদ্ধ হয়ে গেলে ওই জলে বোনলেস চিকেন, ১ চামচ আদা রসুন বাটা ১ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর সামান্য নুন দিয়ে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে ৬ মিনিট সিদ্ধ করে নিন। চিকেন যাতে ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় সেই দিকে নজর রাখুন। এবার পালং শাক মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে ভাল করে বেটে নিতে হবে সামান্য জল দিয়ে। চিকেনের যে স্টক টা থাকল তার মধ্যে সিদ্ধ করা সবজিগুলো দিয়ে দিন। এবার এই সবজিগুলো চিকেনের স্টকে খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে ২ চামচ তেল দিয়ে দেড় চামচ মিহি করে কুচনো রসুন, ১ কাপ মিহি করে কাটা পেঁয়াজ আর হাফ টমেটো কুচি মিশিয়ে ভাল করে ভেজে নিতে হবে। এর মধ্যে স্বাদমতো নুন দিন। এর মধ্যে এবার ২ চামচ পালং শাক বাটা মিশিয়ে নিন। পালং শাক বেশ শুকিয়ে আসলে ওর মধ্যে ১ কাপ মাপের ভাত মিশিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পালং রাইস। স্বাদের জন্য সামান্য চিনি দিতে পারেন। সিদ্ধ করে রাখা চিকেন ছিঁড়ে নিন। এবার একটা বাটিতে দেড় চামচ ঝরানো ১ কাপ টকদই নিয়ে ওর মধ্যে ১ চামচ কাসুন্দি আর অল্প নুন মিশিয়ে নিন। এবার এর মধ্যে গোল গোল করে কাটা টমেটো, শসা মিশিয়ে নিলেই তৈরি চিকেন স্যালাড। এবার বক্সে ভরার পালা। প্রথমে সবজি সিদ্ধ ভরে নিন। এরপর একটা বাটিতে স্যালাড আর অন্য বাটিতে রাইস নিন। এতে মুখের স্বাদবদল হবে আর শরীরের জন্যও খুব ভাল।

ব্রণর সমস্যা ?

অতিরিক্ত মদ্যপান ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়ায়, এ কথা একেবারে ঠিক। তবে যাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করেন না, তাঁরাও কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। ফ্যাটি লিভার দুই ধরনের হয় - অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং নন অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের মূল কারণ হল মদ্যপান। আর, নন অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার পিছনে থাকে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস। নন-অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এমন লোকেরা হয় খুব কম পরিমাণে অ্যালকোহল খান বা একেবারেই সেবন করেন না। নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এক ধরনের বিপাকীয় লিভার রোগে আক্রান্ত হলে মুখ ও ত্বকেও বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে। জেনে নিন, সেই লক্ষণগুলি কী কী -

মুখে ফ্যাটি লিভারের উপসর্গ লিভারের চর্বি জমতে শুরু করা মানেই বিপাকক্রিয়ার উপর প্রভাব পড়া। বিপাকহার বিঘ্নিত হলে তার ছাপ পড়ে মুখে। চোখে ফোলাভাব এবং ডার্ক সার্কেল, চোখের চারপাশে এবং মুখে বলিরেখা, মুখ ফুলে যেতে পারে, চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া ফ্যাটি লিভারের কিছু লক্ষণ। ব্রণ এবং লালচে ভাবও ফ্যাটি লিভারের লক্ষণ ফ্যাটি লিভারের কারণে ফেসিয়াল হেয়ার পাতলা হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে ভ্রু এবং চোখের পাতার ঘনত্ব কমে যাওয়া, গালে লালচে ভাব, র‍্যাশ বেরোনো, ব্রণ বেড়ে যাওয়া, এই সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে।

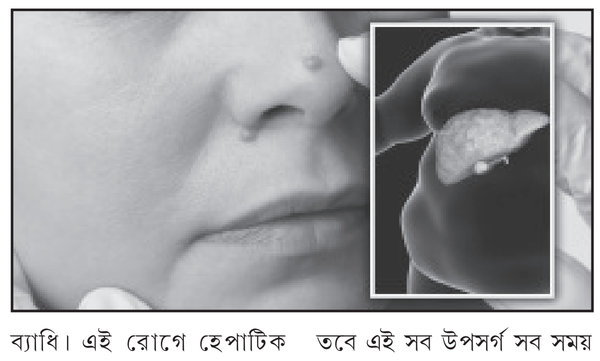

ব্যাধি। এই রোগে হেপাটিক (লিভার) কোষে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়। এ কারণে লিভারের কার্যকারিতা খুব ধীর হয়ে যায়। এটি পরিপাকতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে গুরুতর অবস্থা হল নন - অ্যালকোহলিক স্টেটোহেপাটাইটিস। এই রোগে কোষে জমে থাকা চর্বি প্রদাহ সৃষ্টি করে। এতে লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফ্যাটি তবে এই সব উপসর্গ সব সময় ফ্যাটি লিভারের কারণে দেখা দেয় না, আরও অনেক কারণে হতে পারে। তাই সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। ত্বকের উপর রক্তজালিকা ভেসে ওঠা লিভারের মারাত্মক ক্ষতির অন্যতম লক্ষণ এটি। চিকিৎসকদের মতে, লিভারের সমস্যা দেখা দিলে ত্বকের উপরিভাগ পাতলা হয়ে যায়। তাই রক্তজালিকাগুলি চামড়ার উপর ভেসে ওঠে।

রোজা ভাঙতে কেন খাওয়া হয় খেজুর ?

চলছে রমজান মাস। এই এক মাস রোজা রাখার রীতি রয়েছে ইসলামে। সারা দিন উপোস থেকে সূর্যাস্তের পর কিছু মুখে দিয়ে রোজা ভাঙা হয়, যা ইফতার নামে পরিচিত। ইসলাম ধর্মের পরম্পরা অনুযায়ী, ইফতারে খেজুর খেয়ে রোজা ভাঙা হয়। কিন্তু জানেন কি, রোজা ভাঙতে কেন খাওয়া হয় খেজুর? খেজুরে রয়েছে কোন কোন পুষ্টিগুণ? চলুন জেনে নেওয়া যাক খেজুরের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে।

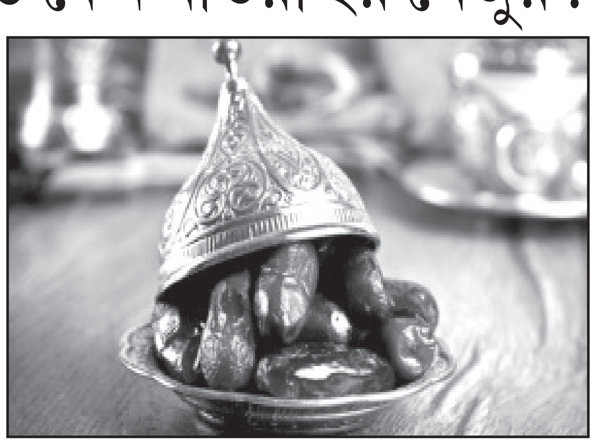

পুষ্টি প্রদান করে

উপবাসের সময় খেজুর খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খেজুরের পুষ্টিগুণ প্রচুর। আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি প্রদান করে এবং খুব সহজেই হজম হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, তামা, সেলেনিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। পুষ্টিবিদদের মতে, খেজুরে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে। সারা দিন উপবাসের পরে শরীরে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট দ্রুত পূরণ করতে সাহায্য করে এই ফল।

পেটের রোগ হওয়া আটকায়

সারা দিন না খেয়ে থাকলে সন্ধ্যের সময় বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা তৈরি হয়। যার ফলে পেটের রোগ, হজমে গন্ডগোল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ইফতারের সময় খেজুর খাওয়া খিদে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং সারা দিন উপবাসের পরে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলাও আটকায়। এতে প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে অল্পেতেই পেট ভরা লাগে। তাছাড়া, খেজুর আমাদের শরীরে উচ্চেকক্ষরণে সাহায্য করে। যার ফলে হজম ভালো হয়।

অ্যাসিডিটি হতে দেয় না

সারা দিন উপোস থাকার কারণে অ্যাসিডিটি হতে পারে। তবে খেজুর শরীরে অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক অস্বস্তি কমায়।

খেজুর এনার্জি বাড়ায়

সারা দিন উপোস করে শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। খেজুর শারীরিক ক্লান্তি দূর করে এনার্জি জোগাতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, খেজুরে প্রচুর পরিমাণে শর্করা যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজ রয়েছে। এতে সুগারের পরিমাণ এতটাই বেশি, যে এক কামড়েই অনেকটা এনার্জি পাওয়া যায়। ফলে দীর্ঘক্ষণ উপবাসের পর শরীরে তাতক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধি করে খেজুরের এই সব গুণ। এ ছাড়া, খেজুরে থাকা ডায়েটারি ফাইবারও আমাদের শরীরে দীর্ঘ সময় এনার্জি বজায় রাখে।

শরীর ডিটক্সিফাই করে

সারা দিন উপোস থাকার ফলে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল জমা হতে পারে। আর এই খারাপ কোলেস্টেরল ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে খেজুর।

ইফতারে থাকুক তরমুজের লাড্ডু

বাজারে এখন তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে বৃষ্টি-বাদল হওয়ার পর তরমুজের দামও কিছুটা কম। এই সময়ে ইফতারে তরমুজের বিভিন্ন আইটেম থাকতেই পারে। যদি মিষ্টি কিছু রাখতে চান, তাহলে ঘরেই বানিয়ে ফেলুন তরমুজের লাড্ডু। রইল রেসিপি।

উপাদান: তরমুজ- পরিমাণমতো, ঘি- দেড় টেবিল চামচ, সুজি- আধা কাপ, গুঁড়া দুধ- আধা কাপ, চিনি- আধা কাপ, শুকনা নারকেল গুঁড়া- এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ।

প্রণালি: প্রথমে তরমুজ কেটে টুকরা করে নিন। এরপরে খোসা কেটে নিতে হবে এবং বীজগুলো বেছে ফেলতে হবে। এবার তরমুজের টুকরাগুলো ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। আলাদা করে জল মেশাবেন না। এবার চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে তাতে ঘি দিন। অল্প আঁচে সেটি গলিয়ে নিন। এর মধ্যে সুজি ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন। সুজি ভাজা ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে। এর পরে পাত্র ধুয়ে তরমুজের মিশ্রণ তাতে ঢেলে দিন। কিছুটা গাঢ় হয়ে যাওয়ার পর এতে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে দিন। এবার চিনি মিশিয়ে বারবার নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পরে তরমুজের মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে এর মধ্যে শুকনা নারকেল মিশিয়ে দিন। আরো কিছুক্ষণ জ্বাল করার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিন ভাজা সুজি। ভালো করে নাড়তে থাকুন। একসময় এটি সুজি হালুয়ার মতো হয়ে আসবে। আরো কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন। যখন দেখবেন মিশ্রণটি পাতিলে গা ছেড়ে উঠে আসছে তখন সামান্য ঘি ছড়িয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তারপরে ঠাণ্ডা করে নিন লাড্ডুর মিশ্রণ। এবার দুই হাতে ঘি মেখে অল্প করে হাতে নিয়ে গোল করে তৈরি করুন লাড্ডু। এরপরে শুকনা নারকেল গুঁড়ায় গড়িয়ে কোট করে নিন লাড্ডু। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল তরমুজের লাড্ডু। ইফতারে রাখতে পারেন এই মজাদার রেসিপিটি।

খুব কম সময়ে নামমাত্র মশলায় বানিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরামিষ পনির

তেল-মশলা অতিরিক্ত খাওয়া শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এখান থেকে আসে একাধিক সমস্যা। পেট জ্বালা করা, গ্যাস-অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা, খাবার হজম না হওয়া, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে একাধিক সমস্যা হয়। আর তাই যত হালকা-পাতলা খাওয়া যায় ততই ভাল। গরমের দিনে খাবার হজম করতে আরও বেশি সমস্যা হয়। আর তাই এসব দিনে পছন্দের খাবার বানিয়ে নিন বাড়িতেই। বাইরে থেকে যতটা সম্ভব কম অর্ডার করে খাবার খান। চলছে নবরাত্রি, বাসন্তী পুজো। অনেকেই বাড়িতে নিরামিষ খাচ্ছেন। নিরামিষ খাবার শরীর সুস্থ রাখতে, ঠান্ডা রাখতে খুবই সাহায্য করে। একে বৃহস্পতিবার তার উপর মহানবমীর পুজো- এমন দিনে এই নিরামিষ পনিরের রেসিপি বানিয়ে নিন বাড়িতে। ভাত, পোলাও বা রুটির সঙ্গে খেতে লাগবে ভাল। আর এই পনির বানাতে মশলাও লাগে খুব কম। দুটি স্পেশ্যাল ম্যাজিক মশলাই এই রান্নার ইউএসপি।

এছাড়াও লঙ্কা গুঁড়ো কিংবা হলুদের ব্যবহার একেবারেই নেই। মূলত দুধ দিয়েই রান্না করা হয়য। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন সম্পূর্ণ নিরামিষ এই কাশ্মীরী পনির- এই পনিরে কোনও আলু পেঁয়াজ দেওয়া হয় না। তাই পনিরের টুকরোগুলো একটু বড় রাখবেন। পনির লম্বা টুকরো করে কেটে নিন। এবার প্যানে এক চামচ সাদা তেল আর এক চামচ গাওয়া ঘি গরম করে নিন। এর মধ্যে পনির গুলো হালকা লাল করে ভেজে নিন। অন্য একটি পাত্রে ১ কাপ মাপের গরম জল নিন। এর মধ্যে একটু নুন ফেলে দিন। এবার ওই জলে পনিরের টুকরো গুলো ডুবিয়ে রাখুন ৫-৬ মিনিট পর্যন্ত। এবার ওই তেলে গোটা জিরে আর তেজপাতা ফোড়ন দিন। ওর মধ্যে এলাচ, লবঙ্গ আর দারুচিনি গুঁড়ো করে ফেলে দিন। একদম লো ফ্লেমে রান্না হবে। গন্ধ উঠলে ৩ চামচ দুধ দিয়ে ১ চামচ মৌরি গুঁড়ো আর ১ চামচ শুকনো আদা গুঁড়ো মেশান। মশলা কষে এলে আবার এক কাপ দুধ দিয়ে দিন। এবার পনির গুলো ভেজানো জল আর স্বাদমতো চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ফুটে এলে পনির দিন। এই রান্নায় কাঁচালঙ্কাও লাগে না। এই সময় তার স্বাদের জন্য ১ চামচ শা-মরিচের গুঁড়ো বা গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ব্যাস তৈরি কাশ্মীরী পনির।

এই খাবারগুলি খেলে আপনার শরীরে কমবে খারাপ কোলেস্টেরল

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরে কোলেস্টেরলের সমস্যা বাড়তে থাকে মানুষের দেহে মূলত দুই ধরনের কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। "হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন" বা "এইচডিএল" এবং "লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন" বা "এলডিএল"। এইচডিএল ভাল কোলেস্টেরল হিসাবে পরিচিত হলেও এলডিএল-কে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়। এই খারাপ কোলেস্টেরল শরীরের ক্ষতির পাশাপাশি স্ট্রোক ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। তাই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে খাওয়াদাওয়ায় বদল পারে না। এবার থেকে সেগুলির বদলে খাবেন অন্যকিছু। মুরগির মাংস এমনিতে শরীরের জন্য উপকারী। ফিটনেস বজায় রাখতে পুষ্টিবিদরা এই মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে মাংসের তুলনায় বেশি উপকারী মাছ। মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এ ছাড়াও সেলেনিয়াম, আয়োডিনের মতো উপকারী উপাদান আছে। যা খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএলের পরিমাণ কমায়। কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগে থাকেন তা হলে চিপসের বদলে

আনতে হবে। স্বাস্থ্যকর হলেও বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে খান পপকর্ন। চিপসে রয়েছে ট্রান্স ফ্যাট। যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বিপদসীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে নিশ্চিন্তে পপকর্ন খান। উপকার পাবেন। খারাপ কোলেস্টেরলে ভুগছেন যাঁরা, সুস্থ থাকতে তাঁরা ভাতের বদলে রাখতে পারেন কিনোয়া। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার, যা কোলেস্টেরলের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। ফাইবার শুধু কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে না, সেই সঙ্গে বশে রাখে ডায়াবিটিসের মাত্রা। কোলেস্টেরল থাকলে চকোলেট খেতে বারণ করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু অনেকেই চকোলেট খেতে পছন্দ করেন। তাই মিল্ক চকোলেট বা অন্য কোনও স্বাদের চকোলেটের বদলে খেতে পারেন ডার্ক চকোলেট।

হেডফোন কিংবা কটনবাড ব্যবহারে বাড়তে পারে কানের ময়লা

আমরা কানের ময়লা পরিষ্কারের জন্য কতই না কিছু করি। কেউ কেউ কটনবাড, কেউ আবার সেফটি পিন ব্যবহার করেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝলে কেউ আবার বিশেষজ্ঞের কাছে দৌড়ান। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, কানে জমে থাকা ময়লাগুলো কিন্তু আসলে মোমজাতীয় এক পদার্থ। যা কানের সুরক্ষা প্রদান করে। সে কারণে কান বেশি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো বের না করায় ভালো। কারণ সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই কান থেকে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন সময়ে। তবে কয়েকটি কারণে সেগুলো বের হতে পারে না, ফলে কানের মধ্যে বেড়ে যায় ওয়াক্সের পরিমাণ। ফলে কানে অস্বস্তি, শোঁ শোঁ শব্দ, ব্যথা, কানে কম শোনা বা বিরক্তিকর কারণ হতে পারে। ভুলবশত যারা কটনবাড দিয়ে আপনার কান পরিষ্কার করেন, তারা কিন্তু আরও খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করেন। কানের মোমের গঠনকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে কটনবাড। বিশেষজ্ঞের মতে, কানের মোমগুলো জীবাণু থেকে রক্ষা করতে ও কান পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। বৃপা হেলথ ক্লিনিকের একজন জিপি ডা. সামান্থা ওয়াইল্ডের মতে, কানের ময়লা বা খোল আপনাআপনিই কান থেকে বেরিয়ে আসে। যদি কোনো কারণে সেগুলো কান থেকে না বের হতে পারে, তাহলে কানে অবরুদ্ধভাব, কানে ব্যথা, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, টিনিটাস ও মাথা ঘোরার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞের মতে, এমন অনেক জিনিস আছে যা কানের স্বাভাবিক মোম নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন- ইয়ারফোন, শ্রবণযন্ত্র, ইয়ারপ্লাগের ব্যবহার ইত্যাদি। তাই কটনবাড দিয়ে কান পরিষ্কারের ক্ষেত্রে মোমগুলো ধাক্কা লেগে আরও ভেতরে চলে যায়। কানের পর্দাও ফেটে যেতে পারে কটনবাড ব্যবহারের অভ্যাসে। নিয়মিত কটনবাড ব্যবহারে মোমগুলো সব একত্র হয়ে শক্ত হয়ে যায়, ফলে শ্রবণশক্তি কমে যায়। এমনকি অত্যধিক শক্তি প্রয়োগের ফলে রক্তপাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় কানে। ইয়ারফোন অত্যধিক ব্যবহৃত এই প্রয়োজনীয় গ্যাজেট কিন্তু কানের জন্য খুবই ক্ষতিকর দীর্ঘসময় ইয়ারফোন ব্যবহারের কারণে স্বাভাবিক নিয়মে কান থেকে মোম নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে যায় ও ময়লা আবার কানে ফিরে যায়। ফলে কানে মোম আটকে যায় ও সংক্রমণ ঘটতে পারে। ইয়ারফোনগুলো কানের মোমকে সংকুচিত করে দেয়। ফলে শরীর স্বাভাবিকভাবে সেগুলো কান থেকে বের করে দিতে পারে না। এমনকি ইয়ারফোন ব্যবহারে কানে আর্দ্রতা ও ঘামও আটকাতে পারে। এমনকি বাতাসের প্রবাহকেও প্রভাবিত করে, ফলে ইয়ারওয়াক্সগুলো শুকায় না সহজে। তাই অযথা কান খোঁচাখুচি করবেন না।

পাইলস কেন হয়, লক্ষণ

পেটের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তার প্রভাব পড়ে পুরো শরীরে। বিশেষ করে পাইলসের সমস্যা দেখা দিলে তার জীবনটা হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। পছন্দের কোনো খাবার খেতে তখন ভয় লাগে, এমনকি ভয় লাগে মলত্যাগ করতে গেলেও। পাইলস মূলত দেখা দেয় আমাদেরই কিছু ভুল অভ্যাসের কারণে। সেসব অভ্যাস বাদ দিতে পারলে পাইলস থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক পাইলস হওয়ার ৫ কারণ সম্পর্কে- কোষ্ঠকাঠিন্য এমন অনেকেই আছেন যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন। মলত্যাগে সমস্যা হলে তাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলে। মল শক্ত হলে ভেতরের মাংসপেশী ফুলে যেতে থাকে। এর পর ছিঁড়ে যায়। এই সমস্যাকে বলা হয় পাইলস। তাই এমন সব খাবার খেতে হবে যা মল নরম রাখে। শাক-সবজি ও ফলমূল খেতে হবে। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। দিনে অন্তত ২-৩ লিটার জল পান করতে হবে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। ফলে কমবে পাইলসের ভয়ও। অযথা চাপ দিয়ে মলত্যাগের অভ্যাস অনেকেই আছেন যারা মলত্যাগের চাপ না এলেও জোর করে চাপ দিয়ে মলত্যাগ করেন। এটি মোটেও ভালো কোনো অভ্যাস নয়। কারণ এই অভ্যাসের ফলে চাপ পড়ে মলদ্বারের ভেতরে। সেখান থেকেই হয় নানা জটিলতা। তাই মলত্যাগের সময় স্বাভাবিক থাকুন। অযথা চাপ প্রয়োগ করবেন না। আপনার কোনো ভুল অভ্যাস যেন পাইলসের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। লিভারের দিকে খেয়াল রাখুন বর্তমানে লিভারের অসুখে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেশিরভাগ মানুষই নিজের যত্নের প্রতি উদাসীন। ফ্যাটি লিভার থেকে সেই সমস্যা গড়াচ্ছে লিভার সিরোসিসের দিকে। লিভার সিরোসিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে পাইলসের সমস্যা বেশি দেখা যায়। তাই এ ধরনের লক্ষণ দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের দ্বারস্থ হোন। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা নিন। ফাস্টফুড কিংবা জাঙ্কফুড দ্রুত ক্ষুধা মেটাতে বেশিরভাগ মানুষ এখন ঝুঁকছেন জাঙ্কফুডের দিকে। এ ধরনের খাবারে থাকে অতিরিক্ত তেল-মশলা। সেইসঙ্গে ক্যালোরিও থাকে অনেক বেশি। এ ধরনের খাবারে কোনো পুষ্টি উপাদান থাকে না বললেই চলে। ফাইবারও থাকে খুবই কম। যে কারণে মল শক্ত হয়ে যায়। প্রতিদিন এ ধরনের খাবার খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেবেই। সেখান থেকে হবে পাইলস। তাই শুরু থেকেই সচেতন হোন। তাই ক্ষুধা পেলেই বাইরের খাবার নয়। ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খান। রেডমিট সব মাংসেরই নানা ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে। তবে রেডমিট স্বাস্থ্যের জন্য কিছু অপকারিতাও যোগ করতে পারে। এর ফ্যাট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। অতিরিক্ত রেডমিট খেলে পেটের নানা সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। তাই পাইলস থেকে বাঁচতে রেডমিট খাওয়া কমিয়ে আনুন।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভিসা চালুর আশ্বাস

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ৩।। বাংলাদেশের চতুর্দেশীয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পরিদর্শন করে ভিসা চালুর আশ্বাস দিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার শ্রী মনোজ কুমার।

সোমবার দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর পরিদর্শন করে ভারত অভ্যন্তরে গিয়ে দেশটির কাস্টমস কর্মকর্তা এবং বিএসএফ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে বিকেলে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপ, সিএন্ডএফসহ বন্দর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার বলেন, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানিতে যেসব সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করা হবে। একই সঙ্গে বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশনে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ভিসা বন্ধ থাকার বিষয়টিও সমাধান করা হবে। এসময় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপ ও পঞ্চগড় চেম্বার অব কমার্সের নেতাকর্মীরা বলেন, করোনার পর থেকেই দেশের একমাত্র চারদেশীয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাংলাদেশিদের ভারতীয় ভিসা প্রদান করা হচ্ছে না। এতে করে এ অঞ্চলের বাংলাদেশিরা ভিসার অনুমতি না থাকায় এ রুট ব্যবহার করে ভারতে যেতে পারছেন না। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ রুটটি। তাই ঈদের আগেই বন্দরটির ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট রুটটিতে ভারতীয় ভিসা প্রদানের জোর দাবি জানালে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তা আনুষ্ঠানিকভাবে রুটটির অনুমতি প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন,বাংলাবান্ধা আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপের সভাপতি আব্দুল লতিফ তারিন, সাধারণ সম্পাদক কুদরত ই খুদা মিলন, পঞ্চগড় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান শেখ, স্থলবন্দর ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ, ইমিগ্রেশন অফিসার ইনচার্জ নজরুল ইসলামসহ কাস্টমের রাজস্ব কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ।

সেবক সেতু থেকে তিস্তায় ঝাঁপ চিকিৎসকের

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : সেবকের করোনেশান সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দিলেন এক চিকিৎসক। উদ্ধার হয়েছে চিকিৎসকের ব্যবহৃত গাড়িটি।

চিকিৎসকের খোঁজে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয় নি।

সূত্রের খবর, তিনি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চিকিৎসক(সিনিয়র রেসিডেন্স)। কালিম্পং থানার অধীনে থাকা মংপং পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় অর্থাৎ করোনেশান সেতুর শেষ মাথায় ওই চিকিৎসকের ব্যবহৃত গাড়িটিও পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সৌরভ রায় নামে ওই চিকিৎসকের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কী এমন হল যে নদীতে ঝাঁপ দিতে হল, সেটাই বুঝতে পারছি না। ওই চিকিৎসকে দেখে কখনওই খুব মানসিক চাপে রয়েছেন বলে মনে হয়নি। আমরা সবাই এই ঘটনায় হতবাক। পুলিশ চিকিৎসকের খোঁজে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছে। জানা গিয়েছে, ওই চিকিৎসকের বাড়ি কলকাতায় হলেও দীর্ঘদিন ধরেই তিনি স্ত্রী এবং এক সন্তানকে নিয়ে শিলিগুড়িতেই থাকতেন। অরবিন্দপল্লির গোখেল রোডে ফ্ল্যাটও কিনেছেন।

ব্যতিক্রমী গোষ্ঠীর রঙালি বিহু ৬ই

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতিবারের মতো এবারও রঙালি বিহুর বিশেষ আয়োজন করেছে ব্যতিক্রম মাসডো। ব্যতিক্রম মাসডো এবার নবম প্রাক-বিহু পালন করবে পাঞ্জাবাড়িতে অবস্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মাধবদেব আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে আগামী ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধে পাঁচটা থেকে শুরু হবে প্রাক-বিহুর অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠান উদযাপনে সহযোগিতা করছে বহুমুখি প্রতিভা সংস্থা, অসম রাজ্য এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতি। প্রাক-বিহু উদযাপনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী চেতনা দাস, লেখক অধ্যাপক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী, শিল্পী কিশোর দাস প্রমুখ। এ সম্পর্কে ব্যতিক্রম মাসডোর সভাপতি ড. সৌমেন ভারতীয়া জানান, 'বিহু আমাদের রাজ্যের প্রধান উৎসব। বসন্তের আগমন ঘটলে সমগ্র অসমবাসী বিহু উৎসব পালন করতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। আমরা বিহু উদযাপন করে এই আনন্দের অংশীদার হতে চাই।' সৌমেন বলেন, গত আট বছর ধরে ব্যতিক্রম পরিবার প্রাক-বিহু উদযাপন করে আসছে। ২০১৫ সালে গায়ক সীমান্ত শেখরের হত ধরে শুরু হয়েছিল প্রাক-বিহুর প্রথম অনুষ্ঠান। তার পর যথাক্রমে দীক্ষু শর্মা, বর্ষারানি বিষয়া, সুবাসনা দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ প্রাক-বিহুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কার্যসূচির গরিমা বর্ধিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রাক-বিহুর অনুষ্ঠানে কেবল অসমের শিল্পীরা নন, বাংলাদেশের প্রথমসারির সাংস্কৃতিক দল, বরাক উপত্যকার শিল্পী এবং কলকাতার বিখ্যাত গায়িকা লোপা মুদ্রা মিত্রও বিগতদিনে প্রাক-বিহুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এবার ব্যতিক্রম মাসডো-র উদ্যোগে প্রাক-বিহু উদযাপন নবম বছরে পদার্পণ করেছে। ড. সৌমেন বলেন, এবার ২০২৩ সালের প্রাক-বিহুর অনুষ্ঠানে কলকাতায় কর্মরত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও 'রংডালি সাংস্কৃতিক সংস্থা'র সদস্যরা জেং বিহু পরিবেশন করবেন। এছাড়া সঞ্জিতা রায়, টিপি মুখার্জি, রাজকুমার দাস, মিন্টু রৌদ্রা, রাজীব কর, মধুপর্ণ বণিক কর প্রমুখ শিল্পী নাচ-গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে সকলের প্রবেশ মুক্ত রাখা হয়েছে, জানান ব্যতিক্রম মাসডোর সভাপতি ড. সৌমেন ভারতীয়া।

এদিকে, গায়িকা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'বহু দিন পর বিহুর আবহে গুয়াহাটিতে প্রাক-বিহু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করায় আমি ব্যতিক্রম মাসডোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি ড. ভূপেন হাজরিকা, জয়ন্ত হাজরিকা, প্রতিমা বরুয়া, সলিল চৌধুরী, শচীন দেববর্মণ, লতা মঙ্গেশকরের গান অনুষ্ঠানে পরিবেশন করব বলে ঠিক করেছি।'

ভুটানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক করেছেন ভুটানের রাজা। পাশাপাশি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন ভুটানের রাজা।

উল্লেখ্য, তিনদিনের সফরে গতকালই ভারতে এসেছেন ভুটান নরেশ। তাঁর সঙ্গে এসেছেন, সেদেশের বিদেশ ও বৈদেশিক বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী ড. তান্দি দোরজি এবং শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রতিবেশী দু''টি দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্য্যায়ের আদান-প্রদানের দীর্ঘ পরম্পরা মেনেই এই সফর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও মিলিত হবেন ভুটান নরেশ।

দুর্যোগের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্য্যোগের মোকাবিলায় সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য সমগ্র বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার দুর্য্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামোর ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (সিডিআরআই) পঞ্চম সংস্করণে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশ একে অপরের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে দুর্য্যোগের প্রভাব কেবলমাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেই কারণে এর মোকাবিলায় কোনও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস না হয়ে ত ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন মাত্র কয়েক বছরে ৪০টিরও বেশি দেশ সিডিআরআই-এর অংশ হয়ে উঠেছে।

তাই এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে। উন্নত অর্থনীতি এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি, ছোট দেশ এবং বড় দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ এই ফোরামে একত্রিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে এমন হতে হবে পরিকাঠামো, সঙ্কটের সময়েও জনগণের সেবা করতে হবে সামাজিক এবং ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিবহন পরিকাঠামোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ

দেশের অন্যতম শীর্ষ পর্যটনস্থল হিসেবে চিহ্নিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল, খুশি মোদী

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যতম শীর্ষ পর্যটনস্থল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় খুশি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যটন, সংস্কৃতি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী গঙ্গাপুরম কিষাণ রেড্ডির একটি টুইটের উত্তর দিয়ে আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আনন্দজনক প্রবণতা। পর্যটন বৃদ্ধি মানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ২০২২ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ (দেশীয়) এবং আন্তর্জাতিক (বিদেশ) উভয় ক্ষেত্রেই পর্যটকদের পদচারণায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে। মন্ত্রী আরও লিছেছেন, এক ওই সালে ১১.৮ মিলিয়নের বেশি দেশের এবং এবং ১,০০,০০০ বিদেশি পর্যটক উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন।

এই অঞ্চলকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত করার জন্য সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যটকদের পদচারণার একটি উচ্চতর ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উন্নয়নশীল পরিকাঠামো বৃদ্ধি থেকে শুরু করে এই অঞ্চলকে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

শ্রীলঙ্কায় দাম কমলো গ্যাসের

কলম্বো, ৪ এপ্রিল (হি.স.): শ্রীলঙ্কায় মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বাড়িতে ব্যবহারযোগ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৫ টাকা কমছে। সাড়ে ১২ কেজির প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম এখন তিন হাজার ৭৩৮ টাকা। ৫ কেজির সিলিন্ডারেরও দাম ৪০২ টাকা কমে দাঁড়াচ্ছে ১ হাজার ৫০২ টাকা। ২ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের সিলিন্ডারের দাম ১৮৩ টাকা কমে ৭০০ টাকা হচ্ছে।

বিশ্ব বাজারে গ্যাসের দাম কমে যাওয়ার পাশাপাশি সে দেশের টাকার মূল্য বৃদ্ধি-সহ বেশ কয়েকটি কারণেই এলপিজি-র দাম কমছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্যাস সংগঠন, ''লিট্রো গ্যাস লংকার'' চেয়ারম্যান মুদিথা পেইরিস।

অভিযুক্ত শিশুদের ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে আইন মানার নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : এবার থেকে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে কাজ করতে হবে। এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালত বলেছে, কোনও নাবালক বা নাবালিকার অপরাধের সাজার মেয়াদ যদি ৭ বছরের কম হয়, সে ক্ষেত্রে এফআইআর করা যাবে না। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার ওই নির্দেশ দিয়েছে।

২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর বীরভূমে মল্লারপুরে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় এক নাবালকের। তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় ওই নাবালকের। আদালতে এদিন সেই মামলারই শুনানি চলছিল।

আবেদনকারীর আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে চলছে না। ওই আইনে স্পষ্ট বলা আছে, কোনও নাবালক বা নাবালিকা যদি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেই অপরাধে সাজা যদি সাত বছরের কম হয়, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যায় না।

তাকে গ্রেফতারও করা যায় না।মল্লারপুরের ওই ঘটনায় পুলিশ নাবালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করে।ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেই বা কী সাহায্য করা হয়েছে?

এজি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের ইনক্রিমেন্টইও এক বছরের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ, নিহতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবার থেকে রাজ্য প্রশাসনকে জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে কাজ করতে হবে। না হলে আদালত কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

মহিলাকে কুপিয়ে খুন, আহত স্বামী ধৃত

পূর্ব বর্ধমান, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মেমারিতে সোমবার গভীর রাতে এক আদিবাসী মহিলাকে কুপিয়ে খুন করা হয়। এ ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্তও। মৃতার নাম অনিমা টুডু (২৩)।সংসারে অনটন। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বিয়ের পর থেকেই তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অশান্তি চরমে উঠেছিল। স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন স্ত্রী। আর সেই রাগই কাল হল তাঁর।মেমারির সোনারা এলাকার অনিমার সঙ্গে হুগলির দাদপুরের লক্ষ্মীরাম হেমব্রমের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই আর্থিক অনটন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। শেষ পর্যন্ত অশান্তির জেরে স্বামীকে ছেড়ে মেমারিতে বাপেরবাড়িতে চলে আসেন অনিমা।সোমবার রাতে সেখানে আসেন তাঁর স্বামী লক্ষ্মীরাম। তারপর থেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনের মধ্যে অশান্তি চলছিল। বারবার দরজা খুলতে বলেও কোনও লাভ হয়নি। দরজা খুললে দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন অনিমা। জখম হয়েছেন লক্ষ্মীরামও। অনিমার পরিবারের অভিযোগ, কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রীকে খুন করেছেন স্বামী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেমারি থানার পুলিশ। দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অনিমাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অভিযুক্ত লক্ষ্মীরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তুষারধসে অবরুদ্ধ শ্রীনগর-কার্গিল হাইওয়ে, ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে হবে বৃষ্টি

শ্রীনগর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): তুষারধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শ্রীনগর-কার্গিল হাইওয়ে। এই পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে চলবে বৃষ্টি, হবে তুষারপাতও।

শ্রীনগর-কার্গিল হাইওয়ে মঙ্গলবার জোজিলার রাস্তার পাশে তুষারপাতের পর যান চলাচলের জন্য সোনামার্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ট্র্যাফিক সূত্রের খবর, পানিমাথা এবং কাই-পাথরি এলাকায় তুষারপাতের কারণে মহাসড়ক বন্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবারই বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে, কুপওয়ারা জেলায় ভারী তুষারপাত হয়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এমনই বৃষ্টি ও তুষারপাত হবে।

শ্রীনগরে ৫.২ মিমি, কাজিগুন্ডে ৪.৮ মিমি, পাহলগামে ৬.৫ মিমি, কুপওয়াড়ায় ১৯.৫ মিমি, কোকেরনাগে ৫.০ মিমি, গুলমার্গে ১০.৮ মিমি, জম্মুতে ২৯.০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত মহাবীর জয়ন্তী

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দেশ জুড়ে মঙ্গলবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়েছে। জৈন মন্দিরগুলিকে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। ভগবান মহাবীর, রাজধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক বার্তায় জানান, ভগবান মহাবীরের পবিত্র বানী সকলকে সৎ পথে জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে এদিন রীতিনীতি মেনে মহাবীর জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। চেন্নাইতে মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে জৈন সম্প্রদায়ের মানুষজন বিশেষ শোভাযাত্রা বের করেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এদিন দেশজুড়ে পালিত হয় মহাবীর জয়ন্তী।

পরীক্ষামূলকভাবে পদ্মা সেতু দিয়ে ছুটল বিশেষ ট্রেন

ঢাকা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): গত ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা নদীর ওপর সড়ক সেতুর উদ্বোধন হলেও অপেক্ষা ছিল রেলপথ চালুর।

অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটছে। মঙ্গলবার বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে 'বিশেষ ট্রেন' যাত্রা শুরু করেছে।

জানা গেছে, আজ বেলা ১ টা ২১ মিনিটে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পদ্মাসেতুতে বিশেষ ট্রেনের এ যাত্রা শুরু হয়। বিশেষ এ ট্রেনের চালক হয়ে ইতিহাসের অংশ হয়েছেন লোকো মাস্টার রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, যখন জানতে পারলাম যে আমি প্রথম ট্রেন চালাব, তখন থেকেই উচ্ছ্বাস কাজ করছে। ইতিহাসের অংশ হতে পারে নিজেকে গর্বিত লাগছে।

বর্তমানে রেলপথে ঢাকার সঙ্গে খুলনার দূরত্ব ৪৬০ কিলোমিটার। পদ্মা সেতু দিয়ে নতুন রেলপথটি চালু হলে দূরত্ব কমবে ২১২ কিলোমিটার। তখন ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত রেলপথের দূরত্ব হবে ১৬৯ কিলোমিটার। পাশপাশি কুষ্টিয়া, দর্শনার সঙ্গেও কমবে দূরত্ব ও ভোগান্তি।

অন্যদিকে ফরিদপুর, রাজবাড়ী রুটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন পথে নতুন রেলযাত্রী তৈরি হবে।এ প্রকল্পের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা দিয়ে যশোরের সঙ্গে রেল নেটওয়ার্ক যুক্ত হবে।

এ বিষয়ে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের পরিচালক আফজাল হোসেন বলেন, পুরো ৪২ কিলোমিটার পথে গ্যাংকার চালানোর পরিকল্পনা আছে। অগ্রগতির বিষয়ে তিনি বলেন, পুরো প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশের বেশি। আর পুরো প্রকল্পকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ঢাকা থেকে মাওয়া অংশের অগ্রগতির ৭৪ ভাগ, মাওয়া থেকে ভাঙ্গা অংশের অগ্রগতি ৯২ ভাগ এবং ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৮ ভাগ।

তবে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটারের অংশে আগামী সেপ্টেম্বর যাত্রীবাহী রেল চলাচলের আশা করছেন প্রকল্প পরিচালক আফজাল হোসেন।

প্রসঙ্গত, দেশের দীর্ঘতম সেতু নির্মাণের প্রথমে যে পরিকল্পনা করা হয়, তাতে রেলওয়ে ট্রাক বসানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর রেল চালুর বিষয়টি যুক্ত করা হয়। সড়ক সেতুর নিচ দিয়ে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করায় ঢাকার সঙ্গে যশোর রেললাইন নির্মাণে আলাদা প্রকল্প নেয় রেলওয়ে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে চিন। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। রেল সংযোগের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা।

বিশালগড় পুর পরিষদের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ এপ্রিল।। বিশালগড় পুর পরিষদ পাবে তার নতুন ঠিকানা, সাজবে নতুন কলরবে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যেটা করতে পারেনি , এবার বিধায়ক হয় বিশালগড়ের উন্নয়নে একের পর রূপরেখা তৈরি করে যাচ্ছেন এই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। লক্ষ্য একটাই বিশালগড়ের উন্নয়ন, যেটা বিশালগড় বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়ন করা। মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় বিধায়ক সুশান্ত দেব বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ এবং পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে পুর পরিষদের নতুনভাবে নির্মীয়মান ভবনের নির্দিষ্ট স্থানটি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।বিশালগড় পুরসভার ভবনের কাজ কিভাবে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করা যায় সেই বিষয়ে উপস্থিত আধিকারিক দের আলোচনা করেন।

একসময় ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। পরবর্তী সময়ে নগর পঞ্চায়েত এর পর পৌর পরিষদে রূপান্তরিত হয় বিশালগড়। কিন্তু বিশালগড় শহরে লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া। বর্তমানে পুর পরিষদ রয়েছে বিজেপির দখলে। বামমুক্ত পুর পরিষদ হওয়ার পর বিশালগড়কে নব আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে বিশালগড় আধুনিক শহরের রূপ পাচ্ছে। পুর পরিষদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা থাকা সত্বেও শুধুমাত্র ইচ্ছেডানায় ভর করেই পুরবাসীর সার্বিক কল্যাণ সাধিত করার আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজ করতে হলে দরকার কার্যালয়। কিন্তু কার্যালয়ের অভাব দূরীকরণের উদ্যোগ ছিল না বিগত প্রশাসনের। আজ বিশালগড় পুর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিশালগড়ের বর্তমান পুর বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পরেই পুর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা বাস্তবায়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা। পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ জানান চলতি অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

প্রতিনিধিরা

● **প্রথম পাতার পর**

জি-২০ সদস্যভুক্ত দেশের প্রতিনিধিদল আজ দুপুরে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা অভয়ারণ্যের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে প্রতিনিধিদলটি অভয়ারণ্যের রেস্টহাউস অভিসারিকা প্রাঙ্গণে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। অভয়ারণ্য সফরকালে তাদের সাথে বনদপ্তর ও সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের বিভিন্নস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এদিন সন্ধ্যায় নীরমহল পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের নীরমহল সফরকালে সাথে ছিলেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। আগামীকাল তাঁরা ফিরে যাবেন।

আগরতলা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : জি-২০ সামিটে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্র ঘুরেছেন। পর্যটন ক্ষেত্রগুলির সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। সকালে অক্সিজেন পার্কে যোগ শিবিরের মধ্য দিয়ে তাঁরা আজ দিন শুরু করেছেন। এছাড়া, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও ভুবনেশ্বরী মন্দির দর্শন, সিপাহিজলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, নীরমহল এবং ছবিমুড়া পরিদর্শন করে ত্রিপুরার পর্যটনক্ষেত্রের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বিজ্ঞান-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগরতলায় আসা জি-২০ ভুক্ত দেশের প্রতিনিধিগণ আজ সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ গান্ধীগ্রামের অক্সিজেন পার্ক পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পিসিসিএফ কে এস শেঠি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ। অতিথিগণ প্রথমেই শহীদ দেবীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তারপর তাঁদের পার্কের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা অক্সিজেন পার্কের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের পারম্পরিক রূপ দেখানো হয়েছে। তাঁরা অর্কিডরিয়াম ঘুরে দেখেছেন। পরিশেষে এক যোগা সেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে আগর গাছের চারা লাগান।

তারপর ১০.৩০ টা নাগাদ জি-২০-এর প্রতিনিধিগণ পূর্বাশা পরিদর্শনে যান। সেখানে ত্রিপুরা হস্তুতাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী তাঁদের স্বাগত জানান। পূর্বাশা কমপ্লেক্সে তাঁদের সম্মানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অতিথিগণ পরে সেখানকার স্টলগুলি ঘুরে দেখেন।

জি-২০ বিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী জি-২০ সদস্যভুক্ত দেশের প্রতিনিধিদল আজ দুপুরে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা অভয়ারণ্যের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে প্রতিনিধিদলটি অভয়ারণ্যের রেস্টহাউস অভিসারিকা প্রাঙ্গণে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। অভয়ারণ্য সফরকালে তাদের সাথে বনদপ্তর ও সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের বিভিন্নস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এদিন সন্ধ্যায় নীরমহল পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের নীরমহল সফরকালে সাথে ছিলেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। আগামীকাল তাঁরা ফিরে যাবেন।

অটোরিক্সা

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি আবার সারা ভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক।

সিপিআইএম করার অপরাধে দূর্বৃত্তরা নাকি আগুনে পুড়ে মারার চেষ্টা করে, বাবুল দেবনাথ এর বৃদ্ধ মা, ভাই ও তার পরিবারকে এমনই অভিযোগ উঠছে তাদের তরফ থেকে। এছাড়া আরো অভিযোগ গত ২রা মার্চ নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর দুইবার বাড়ি ভাংচুর ও আক্রমন চালায় দূর্বৃত্তরা।

গত ২০২০ সালেও দুষ্কৃতীরা বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে বারো জনকে আহত করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি তীব্র নিন্দা জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

শংকর মঠ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোষণ মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ এপ্রিল।। আজ ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের অধীন সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মা এবং শিশুদের নিয়ে শংকর মঠ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এইদিনের পোষণ মেলা, সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা মোট সাতটি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র আছে, তাদের সকলের উদ্যোগে প্রতিটি অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্রের মা এবং শিশুদের নিয়ে এইদিনের পোষণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় মা এবং শিশুদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে তিনজন করে বাছাইকৃত শিশুদের যারা প্রতিদিন স্কুলে উপস্থিত থাকে এবং বয়স অনুপাতে উচ্চতা এবং ওজন ক্ষেত্রে সঠিক মাপকাঠি আছে তাদেরকে পোষণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এই মেলাতে। মেলাতে টিআর এর এম এর পক্ষ থেকেও উপস্থিত শিশুদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পোষন মেলায় উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত নগর পঞ্চায়েত এলাকার সকল পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা গণ এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের দিদিমনি এবং হেল্পাররা, এছাড়াও প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মা ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। পোষন মেলাকে ঘিরে এদিন শংকরমঠ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মা ও শিশুদের মিলন উৎসবে পরিণত হয়। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণিগণ এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা পোষণের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে মা এবং শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হয়।

হাহাকার

● **প্রথম পাতার পর**

নমুনা তাদের নজরে ফুটে উঠে। কিন্তু দূর হয় না তাদের সমস্যা। ভিন্ন দাবি, ভিন্ন স্লোগান তুলে ময়দান গরম করলেও এই স্যুট কোট পড়া বাবুরা জনজাতিদের পানীয় জলের সমস্যা কথা হাই কমান্ডের দৃষ্টিতে আনেন না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে তাদের ঘর প্রদান করা পর্যন্ত হয় নি। টংঘরে জীবন যাপন করছে এই জনজাতি পরিবারগুলি। জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামি আর.ডি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তুইকল পাড়া এলাকায় প্রতিদিন গাড়িযোগে পানীয় জল পাঠালেও, বর্তমানে তা বন্ধ বলে জানা যায় ব্লক প্রশাসনের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে। ফলে এই তুইকল পাড়া এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। পাহাড় চুযে পড়া অপরিশুদ্ধ পানীয় জলই বর্তমানে তুইকল পাড়ার জনজাতি মানুষজনদের একমাত্র সম্বল। এই অস্বাস্থ্যকর জলের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটি পরিবারের খাবারের জল থেকে শুরু করে স্নান বাসন মাজার জল এর একমাত্র ব্যবস্থা। আর এই পানীয় জল ব্যবহারের ফলে প্রতিনিয়ত ভয়ানক জল বাহিত নানা রোগের শিকার হচ্ছে তুইকল পাড়ার শূন্য থেকে আশির সকলেই বলে অভিযোগ।

প্রতারক

● **প্রথম পাতার পর**

একটি মোবাইল কিনে সাত হাজার টাকার চেক দেয়। সেই চেকও বাউন্স হয়। নেতাজি পাড়ার শ্রীকান্ত নাথের কাছ থেকে লোন দেবে বলে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু কোন লোনের দেখা নেই। নাজিম উদ্দিনকে লোন দেবে বলে ১৮০০০ টাকা নেয়। একইভাবে লোন দেওয়ার নাম করে নেহাল দাসের কাছ থেকে ৯০০০ টাকা নেয়। এমন করে প্রায় ২৫ জনের তালিকা সহ থানায় অভিযোগ জানানোর পর অভিরূপ চৌধুরীকে ধর্মনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে।

গণধোলাই

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁর দাবি, ওই যুবক দোকান থেকে ১৩০০ টাকা চুরি করে পালানোর চেষ্টায় ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় চুরি করে পালাতে গিয়ে ওই যুবককে আটক করেন এবং গণধোলাই দেন। তাতে, তাঁর শরীরে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। মেলাঘরের বাসিন্দা টুটন বর্ধন বলে তার পরিচয় মিলেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিতার জন্য নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বঙ্গবাজারের আগুন

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, পবিত্র রমজানের ঈদ ঘিরে ব্যবসায়ীরা দোকানে নতুন মালামাল তুলে পূর্ণ প্রস্তুতি নেন। কিন্তু ভয়াবহ অগ্নিকান্ড তাদের পথে বসিয়ে দিল। পুড়ে যাওয়া মার্কেটগুলোতে প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, থ্রি পিস ও শাড়ির দোকান ছিল। পাঁচ হাজার ব্যবসায়ীর অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা। পুড়ে যাওয়া মার্কেটগুলো হলো- বঙ্গবাজার মার্কেট, মহানগর মার্কেট, আদর্শ মার্কেট, গুলিস্তান মার্কেট, এনেক্সকো মার্কেট, ইসলামিয়া মার্কেট, বরিশাল প্লাজা ও মহানগর কমপ্লেক্স মার্কেট। এসব মার্কেটের মধ্যে বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স ও মহানগর কমপ্লেক্সটি সম্পূর্ণরূপে কার্ড দিয়ে তৈরি। ওই মার্কেট পাঁচটির সব দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে। তাছাড়া এনেক্সকো ভবনের তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাততলার অধিকাংশ দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামিয়া মার্কেট ও বরিশাল প্লাজা মার্কেটের কয়েকটি ফ্লোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটের দিকে বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এনেক্সকো মার্কেটের আবু সাঈদ নামে একজন ব্যবসায়ী জানান, কিছুদিন আগে মার্কেটের তৃতীয় তলায় একটি দোকান দেন তিনি। ঈদ মৌসুমে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ৫ লাখ টাকা ঋণ করে ব্যবসা শুরু করেন। স্বপ্ন ছিল, এই ব্যবসা দিয়েই ঋণের টাকা পরিশোধ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেল তার সব পরিকল্পনা। এ সময় হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। সাইফুল নামের একজন ব্যবসায়ী বলেন, মহানগর কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় আমার একটি প্যান্টের দোকান রয়েছে। রমজানের ঈদ মৌসুমকে ঘিরে প্রায় ৩০ লাখ টাকা ঋণ করে মালামাল উঠিয়ে ছিলাম। এখন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এক টাকার মাল উদ্ধার করতে পারিনি। এখন আমি চিরতরে পথে বসে গেলাম।ওই এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আশেপাশের সড়কগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দমকল বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, আনসারসহ বিভিন্ন সংস্থা অগুন নেভানোর কাজে সহায়তা করছে। ব্যবসায়ীরা আশেপাশের ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো থেকে নিজেদের কিছু মালামাল সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আবার পুড়ে যাওয়া স্তূপের মধ্যে ব্যবসায়ীরা কিছু মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। আশপাশের উৎসুক জনতার ভিড়ে কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। মাইক দিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

এদিকে, বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসকে সহায়তা, আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিজিবির জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। সকাল থেকেই আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করছে বিজিবি সদস্যরা। দীর্ঘ সাড়ে ৬ ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক মাইন উদ্দিন জানান, সকাল ৬টা ১০ মিনিটে আগুন লাগে। দুপুর ১২ টা ৩৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাপড়ের এই আড়তে আগুনে বহু ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। তবে কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি।বঙ্গবাজারে লাগা অগ্নিকান্ডের কারণ অনুসন্ধান, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে আট সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। কমিটিকে তিনদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ডিএসসিসি সচিব আকরামুজ্জামানের সই করা এক দপ্তর আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সচিব আকরামুজ্জামান জানিয়েছেন, ডিএসসিসির অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। সদস্য সচিব করা হয়েছে প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাকে।

বিলোনীয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

দুই জনকে । বিলোনিয়া শহরের করুণা রায় কলোনি এলাকায় দুজনেরই বাড়ি। এদের মধ্যে থেকে অনুপ দেবনাথের কাছে কিছু নেশার কৌটা পাওয়া যায়। সে জানায় এই কোটাতে থাকা ব্রাউন সুগার সে নেশা করে ,সে আরো জানায় এই নেশাকারবারিরা হলো বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদনগর এলাকার। যদিও এদের নাম নেশা কারবারি হিসেবে পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে। কিন্তু সবকিছু জানা সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে নীরব রয়েছে বিলোনিয়া এবং দক্ষিণ জেলার পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সমস্ত কিছু দেখে মানিক চক্রবর্তীর চুরির মালের পুরো গোডাউন সিল করে দিয়ে যায়। বিভিন্ন অফিসের ফ্যান এসি মেশিন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মোটর থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী রয়েছে। জনগণের অভিযোগ এই মানিক চক্রবর্তীর ইন্ধনেই শহরে চোরের দল সক্রিয় রয়েছে। শুধু সরকারি সামগ্রী নয় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পূজা করার সামগ্রীও রয়েছে। যদিও জনগণের এই অভিযোগ কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে মানিক চক্রবর্তী। উনার দাবি সবাই পুরনো ভাঙ্গাচুরা জিনিস এনে উনার কাছে বিক্রি করে, এছাড়া বিভিন্ন অফিসের সরকারি জিনিসপত্র গুলি তিনি নিলামে ক্রয় করেছেন ।তখন যদিও এই বিষয়ে তিনি কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি কিছুই আচ করতে পারেননি। ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করেন ঘরের ভিতর জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে আগে থেকেই চোর ঘরের ভিতরে লুকিয়ে ছিল। আজ সকালে ঘটনাটি বিশালগড় থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে এলাকার জনগণ নতুন করে সংশয়ে পড়েছেন। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

হুঁশিয়ারী

● **প্রথম পাতার পর**

অধীনে থাকা শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন স্কেল, মহার্ঘ ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হোক। সাথে সমগ্র শিক্ষার অধীনে কাজ করা সমস্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরনেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। আগামী এক মাসের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

পানাগড়ে জাতীয় সড়কে সংকীর্ন রেল ওভারব্রীজে বাড়ছে দুর্ঘটনা

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ৪ এপ্রিল (হি. স.) তৈরী করা কংক্রিটের বিম পড়ে রয়েছে। ছয় লেন সড়ক সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু, নামেই ছয় লেন। রেল ওভারব্রীজে রহস্যজনকভাবে উধাও এক লেন। যার দরুন অপরিসর সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনা। যানজটে নাকাল পথচলতি যানবাহন। ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে হয়, দু"চাকার যান। প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নির্মাণ কাজ ও পরিকল্পনা। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল ১৯ নং জাতীয় সড়কের পানাগড় রেল ওভারব্রীজে।উল্লেখ্য, গত ২০১৪ সালে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ছয় লেন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। প্রথম ধাপে ঝাড়খন্ডের বারোয়াড্ডা থেকে এরাজ্যের পানাগড় ধরলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিলোমিটার। ২০১৮-১৯ সালে সম্প্রসারনের কাজ শেষ হয়। জমিজটে এরাজ্যের বেশকিছু জায়গায় আটকে যায় সড়ক সম্প্রসারণ। আসানসোলের মেলাকোলা, কালিপাহাড়ী, নিঘা, চাঁদা মোড়, বগড়াচটি, রাজবাঁধ চটি সহ বেশ কিছু এলাকায় সড়ক সম্প্রসারন থমকে যায়। যদিও সম্প্রতি ওইসব এলাকায় জট ছাড়িয়ে সড়ক সম্প্রসারন কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু, প্রশ্নের মুখে রয়েছে পানাগড় রেল ওভারব্রীজের সম্প্রসারণে পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজে। যার দরুন প্রায়ই যসনজট ও দুর্ঘটনার শিকার পথ চলতি সাধারন মানুষ ও যানবাহন।প্রশ্ন, সমস্যাটা কি?বরোয়াড্ডা থেকে পানাগড় ধরলা মোড় প্রায় ১২৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের ছয় লেন প্রকল্প। অর্থায়ৎ আপ-ডাউন মিলিয়ে ছয়টি লেন কমপক্ষে তৈরী হবে। প্রয়োজনীয় সংযোগস্থলে উড়ালপুল, আন্ডারপাস তৈরী হয়েছে। দাবী মতো পানাগড় বাইপাস নির্মাণ হয়েছে। যা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ "মডেল" বাইপাস বলে দাবী করে। নির্মাণের পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় পানাগড় বাইপাসের উদ্বোধন করেন। এপর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়। পানাগড় রেল ওভারব্রীজের সড়কে ছয় লেন তৈরী হয়নি। দুর্গাপুর থেকে কোলকাতাগামী সড়কে তিনটি লেন তৈরী হলেও, কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী সড়কে তিন লেনের বদলে দুটি মাত্র লেন।কোলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী ব্রীজের অংশটি পুরনো। সেটি নতুন করে পুনরগঠন করা হয়। নতুন বিম বসানো হয়। তিন লেন তৈরীর জন্য কংক্রিটের বিম তৈরী করা হয়। যেটি এখন ওই এলাকায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু, রহস্যজনকভাবে তৃতীয় লেন তৈরী হয়নি। যার মাশুল দিতে হচ্ছে যানবাহন থেকে সাধারন পথ চলতি মানুষকে। রেল ওভারব্রীজের কিছু পরই পানাগড় বাজার ঢোকার রাস্তা। তাই ওই সংযোগস্থলটি পরিসর বা সম্প্রসারিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। দুটি লেনের দরুন যেমন যানজট সৃষ্টি হয়। তেমনই প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার একটি মারুতি গাড়ী ওভারব্রীজের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অপরিসর সড়কে ভারি গাড়ির সঙ্গে পাশাপাশি ধাক্কা লাগে। ফলে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ীটি। বাঁদিকে ফুটব্রিজে উঠে পড়ে গাড়ীটি। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থদের উদ্ধার করে বুদবুদ থানার পুলিশ। তবে স্বল্পবিস্তর জখম হয় গাড়ীর যাত্রীরা। প্রশ্ন, ছয় লেনের প্রকল্প থাকলেও রেল ওভারব্রীজের কংক্রীট বিম তৈরীর পরও ছয় লেন কেন করা হল না?বর্ধমান বাস মালিক সমিতির সম্পাদক জানকিরঞ্জন সিনহা বলেন,' অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণে ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীবাহি বাসকে। পানাগড় ধরলা মোড়ের কাছে রেল ওভারব্রীজ খুব গুরুত্বপুর্ন জায়গা। ওই ব্রীজে ছয় লেন তৈরী না হওয়ায় যানজটে পড়তে হয়। প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। যার দরুন বাসের টিপ ফেল হয়। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো যায় না। ব্যাবসায় লোকসান হয়।' দুর্গাপুর বেনাচিতি বাস মালিক সমিতির পক্ষে নিতাই বসাক বলেন,' সড়কের চাহিদা মত টোল ট্যাক্স দেওয়া হয়। অথচ সেভাবে পরিষেবা নেই। অপরিকল্পিত রেলব্রীজটি পুনরগঠন করে দুটি লেন করা হয়েছে। সংকীর্ন সড়কে যানজট নিত্যদিনের ঘটনায়। ব্রীজটির কেলকাতা-দুর্গাপুর আসার রাস্তা তিন লেন করা অবশ্যই জরুরী।'পানাগড় ট্যাঙ্কার ওনার অ্যাসোশিয়েসনের সম্পাদক সঞ্জয় ঝাঁ বলেন,' স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য ও দুর্ঘটনা ঠেকাতে সড়ক সম্প্রসারন। ধরলা মোড়ের কাছে পানাগড় রেল ওভারব্রীজে কোলকাতা-দুর্গাপুর রাস্তাটিতে দুটি লেন হওয়ায় দুর্ঘটনাপ্রবন। সংকির্ন ওই রাস্তাটিতে যানজট লেগেই থাকে। অবশ্যই রেলব্রীজ সম্প্রাসারন করে তৃতীয় লেনটি তৈরী করা দরকার।' যদিও এবিষয়ে জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর ডিভিশনাল কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

হাতির হানায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবীতে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : হাতির হানায় মৃতের পরিবারের ১ জনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখনও চাকরি মেলেনি বহু পরিবারে। তাদের চাকরি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল জেলার হাতি সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন সংগ্রামী গণমঞ্চ।

সংগঠনের সভাপতি পূর্ণেন্দু সরকার বলেন গত ২ দশকে জেলায় বুনো হাতির উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে মাঠের ফসল যা নষ্ট হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। বাড়ি ঘর ভেঙেছে কয়েক হাজার। ১৫০ জনের অধিক মানুষের জীবন চলে গেছে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার গরিব মানুষের প্রাণ হানির সংখ্যা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে ঘোষণা করেন মৃতের পরিবারের ১ জনকে বন দফতরে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। সেইমত এখনও পর্যন্ত ৫৮ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে।বাকীদের এখনও কোনও ব্যবস্থা হয় নি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখার্জি জানান, হাতির হানায় মৃত পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হলেও কি কারনে চাকরি দেওয়া বন্ধ রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। বহু পরিবারের একমাত্র ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বুনো দাঁতাল বাহিনী। সেইসব পরিবারের সংসার কিভাবে চলছে তার খোঁজ বন দফতর বা জেলা প্রশাসন কেউ খবর রাখেনি। শুধু নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে তারা দায় সেরেছেন। এনিয়ে আমরা বারবার আবেদন নিবেদন করেছি কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। তাই আমরা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছি। তিনি বলেন, অবিলম্বে বাকি তালিকা ভুক্তদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি জেলায় যে হাতিগুলি রয়েছে সেগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এদিন জেলা শাসক কে রাধিকা আইয়ার নিজে ডেপুটেশন নিয়ে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন বিষয়টি তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তবে তিনি এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্ষতিপূরণের দাবীতে খোলামুখ কোলিয়ারীতে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভে বড়জোড়া ট্রান্সদামোদর খোলা মুখ কয়লা খনির উৎপাদন ও কয়লা সরবরাহের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা কোলিয়ারি গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। খনি লাগোয়া কৃষি জমিতে চাষের কাজ করার জন্য যেসব কৃষকরা শ্যালো পাম্প লাগিয়ে ছিলেন সেইসব পাম্প কোলিয়ারির মাটি জল কাদা ইত্যাদি আবর্জনা পড়ে মাটির তলায় চলে গেছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের। ক্ষতিগ্রস্ত স্যালো গুলির জন্য ২৫ হাজার টাকার দাবী জানান তারা।ইতিমধ্যে ২২ জন চাষিকে স্যালোর জন্য ১০ হাজার করে টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যারা শাসক বিরোধী চাষি তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে গত ২৫ মার্চ সিপিআইএম ঘনিষ্ঠ চাষিরা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তারা দাবি করেছিলেন ৩১ মার্চ এর মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই খোলামুখ খনির দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য সরকারের দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড। সেদিন ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতি মতো ৩১ মার্চের মধ্যে তা নে পেয়ে মঙ্গলবার সিপিআইএম দলের বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরীর নেতৃত্বে তারা বিক্ষোভপ্রদর্শন করে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে দিলেন।সুজয় চৌধুরী বলেন, এইসব চাষিরা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন বলেই তাদের ন্যাহ্য ক্ষতিপূরণটুকুও পাবেন না। অথচ আমাদের কাছে খবর আছে যে ২২ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যার কোনো ক্ষতিই হয়নি। আমরা দাবি করেছি ওই ২২ জনের তালিকাপ্রকাশ করতে হবে এবং যারা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি অবিলম্বে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তা নাহলে আমরা কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে দেব। এর জন্য যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন দায়ী থাকবেন।

াঙ্গন

ফাইনালে আসাম - তৈইবান্দাল, ওপেন প্রাইজমানি কাবাডির সমাপ্তি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। মহিলা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে আসাম খেলবে ত্রিপুরার তৈবান্দাল দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে আগামীকাল।

এগিয়ে চলো সংঘ ও এক্স প্লেয়ার্স ফোরাম আয়োজিত উত্তর-পূর্ব আমন্ত্রণ মূলক প্রাইজমানি কাবাডি চ্যাম্পিয়নশীপের দ্বিতীয় দিনে গ্রুপ লিগ ও মূলপর্বের খেলা বেশ জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছেছে।

পুরুষ বিভাগের দুটি ম্যাচ সকালে এবং বিকেল পাঁচটা থেকে নৈশালোকে শুরু হয় বাকি লীগ ম্যাচের খেলাগুলো। ইতোমধ্যে লীগ পর্যায়ের কিছু ম্যাচের শেষে পুল-এ থেকে আসাম এবং পুল-বি থেকে মনিপুর দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। খবর লেখাকালীন সময়ে পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচগুলো যথারীতি চলছে।

আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে মহিলা ও পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ সহ তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের ম্যাচ। এই প্রতিযোগিতায় প্রাইজমানি হিসেবে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হবে টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান। তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা।

ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ঘোষ, এগিয়ে চলো সংঘের প্রাক্তন সভাপতি শংকর ব্যানার্জি ও বর্ষিয়ান সদস্য অনিল দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। পৌরহিত্য করবেন এগিয়ে চলো সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী। প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মোদী সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পোলস্টারকে হারিয়ে জয় অব্যাহত জেসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যাহত জেসিসি-র। দুই ম্যাচের শেষে সম সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের সমপর্যায়ে থাকলেও পয়েন্ট তালিকায় রান রেটের হিসেবে জেসিসি দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে আজ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ম্যাচে ডিএলএস মেথডে জে সি সি ২৫ রানের ব্যবধানে পোলস্টারকে পরাজিত করেছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। তবে ডিএলএস মেথডে শেষ পর্যন্ত জেসিসিকে ২৫ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। বেলা সোয়া একটা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনিরুদ্ধ সাহার দুর্দান্ত ৬০ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অনিরুদ্ধ ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করে দলের জন্য বড় স্কোর গড়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, অভয় দ্বিবেদী ৩৭ রান পেয়েছে। পোলস্টারের দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও অমরেশ দাস তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ৮.৪ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে টার্গেট ৬৩ রান ধরে ডিএলএস পদ্ধতিতে জিসিসি-কে ২৫ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। পোলস্টারের অমরেশ দাস ২১ রানে অপরাজিত ছিল। জেসিসি-র প্রিন্স মৌর্য নয় রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। উদ্বোধনী দিনে হবে আগামীকাল দুটি ম্যাচ। সকাল সাড়ে আটটায় বিদ্যাসাগর স্কুল খেলবে আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে এবং দুপুর দেড়টায় প্রনবানন্দ স্কুল খেলবে বড়দোয়ালি স্কুলের বিরুদ্ধে। দুটি ম্যাচই হবে ড় বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের স্কুল ক্রিকেটে। প্রথমবর্ষ আসরে অংশ নিয়েছে ৬ টি স্কুল: বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়, প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির, বড়দোয়ালি স্কুল, ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, আসাম রাইফেলস এবং নন্দননগর স্কুল। ২০ ওভারের হবে খেলা। আসরের শেষ ম্যাচ হবে ১৭ এপ্রিল। আসরের শীর্ষে থাকা দল চ্যামপিয়নের শিরোপা পাবে। এদিকে আসরের প্রথম ম্যাচে সাফল্য পেত ৪ দলই নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। যেহেতু এবারই প্রথম হচ্ছে ওই আসর, ফলে খুব একটা ভালো খেলা আশা করা যাচ্ছে না। তারপরও প্রতিটি ক্রিকেটার চাইছে নিজেদর সেরাটা দিয়ে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিতে। ওই আসরের মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বের করে আনিবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা।

টি-২০ ক্রিকেটে দীপকের ১৪২ রান জয় অব্যহত রেখে শীর্ষে ইউ: ফ্রেন্ডস

ইউ: ফ্রেন্ডস-২২৭/৩
বি সি সি-৯৯/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। মঙ্গলবার বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডি এল এস পদ্ধতিতে ৩২ রানে বি সি সি-কে পরাজিত করলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। তবে যে পাহাড় সমান রান গড়েছিলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস তাতে জয় এমনিতেই নিশ্চিত ছিলো। এম বি বি স্টেডিয়ামে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের ২২৭ রানের জবাবে ১১.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান করেছিলো বি সি সি। এরপরই শুরু হয় বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত ডি এল এস পদ্ধতিতে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। ১১.৩ ওভারে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের স্কোর ছিলো ১৩১। ওই জায়গায় বি সি সি-র স্কোর হয় ৯৯। ফলে ৩২ রানে জয় পায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে যুগ্মভাবে গ্রুপের শীর্ষে জেসিসি-র সঙ্গে থাকলেও রান রেটের নিরিখে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস শীর্ষে রয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস নির্ধারিত ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে বিশাল ২২৭ রান করে। দলকে পাহাড় সমান রানে পৌঁছাতে বড় ভূমিকা নেন ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার দীপক ক্ষত্রী। বি সি সি-র বোলারদের কার্যত শাসন করে আসরে ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন। দীপক ৭০ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে দলনায়ক রজত দে ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং উদীয়ন বসু ২২ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে বৃষ্টি নামার আগে পর্যন্ত ১১.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান করে বি সি সি। দলের পক্ষে বাবুল দে ২৮ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০,রিয়াজ উদ্দিন ১৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং সাগর শর্মা ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে শুভম ঘোষ (২/১৪) সফল বোলার।

ঘরোয়া ক্রিকেটে দীপ্তনুর বোলিংয়ে মৌচাকে নতজানু সংহতি ক্লাব

সংহতি-১০৯/৯ মৌচাক-১১২/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। মৌচাকের হানায় বিধ্বস্ত সংহতি ক্লাব। পেলো আসরের প্রথম পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ। মৌচাক জয় পেলো ৩ উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে মঙ্গলবার সকালে সংহতির গড়া ১০৯ রানের জবাবে মৌচাক ৭ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দুরন্ত বল করে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের অধিনায়ক দীপ্তনু চক্রবর্তী। সকালে টসে জয়লাভ করে মৌচাকের অধিনায়ক দীপ্তনু চক্রবর্তী সংহতিকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। সংহতির সপ্তজিৎ দাস কিছুটা লড়াই করলেও দীপ্তনু-র সাড়াশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে সংহতি। বড় বাজেটের দল সংহতি গুটিয়ে যায় ১০৯ রানে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে। বিশেষ করে দলের নীচের সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বেকায়দায় পড়ে সংহতি। দলের পক্ষে ত্রিপুরা অনূর্ধ-১৯ দলের ব্যাটসম্যান সপ্তজিৎ দাস ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, অমিত আলি ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং সম্রাট সূত্রধর ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। মৌচাকের পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী (৪/৮), সুমিত যাদব (২/১৫) এবং ধনবীর সিং (২/১৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ১৮.৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, ধনবীর সিং ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং শ্রাবণ গোস্বামী ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। সংহতির অমিত আলি (২/১৫) সফল বোলার।

সমীরণ স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে জয় অব্যাহত স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের

ইউবিএসটি:-১১৫/৭ স্ফুলিঙ্গ- ১১৮/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ইউ বি এস টি-র বাধা অনায়াসেই টপকালো দ্বিমুকুট জয়ী স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে স্ফুলিঙ্গ। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মঙ্গলবার সকালের ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ উইকেট পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে। ইউ বি এস টি-র গড়া ১১৫ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কৃষ্ণ কমল আচার্য-র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে শুরুটা ভালো করেছিলো ইউ বি এস টি। কিন্তু স্ফুলিঙ্গের বোলারদের দাপটে শেষটা ভালো হয়নি। এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কৃষ্ণ কমল ৪৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫,সানি ভৌমিক ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং আশিষ চক্রবর্তী ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে জয়দীপ ভট্টাচার্য (৩/৩৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন স্ফুলিঙ্গের ব্যাটসম্যান-রা। দল ১২.৪ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে জয়দীপ বনিক ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং সন্দীপ তোমর ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে২১ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাস ২১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং শ্রীদাম পাল ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। ইউ বি এস টি-র পক্ষে সুজিৎ দেবনাথ (১/১৮) এবং অমন সিং (১/৩৬) উইকেট পেয়েছেন।

যে দু'টি কারণে আইপিএলে থাকছেন না সাকিব

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): অনেক টালবাহানা। শেষ পর্যন্ত আইপিএল থেকে ছিটকেই গেলেন বাংলাদেশের শাকিব আল হাসান। এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও, তা সময়ের অপেক্ষা। জানা গিয়েছে, শাকিবও কলকাতাকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। মূলত যে দু'টি কারণের কথা তিনি জানিয়েছেন।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আজ থেকে টেস্ট শুরু হবে। আবার মে মাসে আয়ারল্যান্ডে গিয়ে এক দিনের সিরিজ হবে, যার উপর আয়ারল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন নির্ভর করছে। ৯, ১২ এবং ১৪ মে সেই ম্যাচগুলি রয়েছে। বাংলাদেশ বোর্ড তাই সিরিজে শাকিবের থাকাটা জরুরি মনে করছে।

শাকিব যে দু'টি কারণ দেখিয়েছেন তার একটি হল- শাকিব প্রথমেই দেশের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। আগামী দিনে তাঁকে কতগুলি ম্যাচ খেলতে হবে, সে কথা জানিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলেছেন পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা।

শাকিব রবিবার কলকাতা সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন এ ব্যাপারে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যে কোনও দিন করে দেওয়া হবে।

এদিকে শাকিবের পরিবর্তে ভাল বিদেশি আনার চেষ্টা করছে কেকেআর। শাকিবের না থাকাটা কলকাতার কাছে বড় ধাক্কা।

প্রশ্ন রয়েছে লিটন দাসকে নিয়েও। সাকিবের যে সমস্যা লিটনের ঠিক সেই সমস্যা রয়েছে। লিটন আইপিএলে খেলতে চান। এখন দেখার আগামী দিনে লিটনও মন বদলান কিনা।

মেসিকে চাই, স্পন্সর খুঁজছে বার্সেলোনা

স্পেন, ৪ এপ্রিল (হি.স.): আর মাস তিনেক আছে মেসির সঙ্গে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) চুক্তির মেয়াদ। কিন্তু এই আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে পিএসজি নতুন নতুন চুক্তির সম্ভাবনা দিনে দিনে কমছে। অন্যদিকে জোরাল হচ্ছে তার বার্সেলোনা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। নতুন একটি খবর সে সম্ভাবনা জেগে উঠেছে।

২০২১ সালের বার্সা ছাড়ার সময় মেসি ক্লাবে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে প্যারিসে পা বাড়ানোর পর পেরিয়ে গেছে দু বছর। জুন মাসে ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে তার। নতুন করে আর চুক্তি সাক্ষর না করলে বিনামূল্যেই মেসিকে দলে নিতে পারবে ক্লাবগুলো। সে ক্ষেত্রে বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। সুযোগটা নিতে চায় বার্সেলোনাও। তবে মেসিকে দলে ভেড়ানোর পথে বার্সেলোনার সবচেয়ে বড় বাঁধা লা লিগার আর্থিক স্বচ্ছতার নীতি। এই নীতি না ভেঙেই মেসিকে দলে ভেড়ানোর বুদ্ধিও বের করে ফেলেছে ক্লাবটি। এমনটাই দাবি প্রখ্যাত স্প্যানিশ সাংবাদিক জেরার্ড রোমেরোর।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 44/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2022-23
Dated- 29-03-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class-registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 1.30 P.M. on 12-04-2023 for the following work: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 100/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2022-23.	Rs.24,12,874.66	Rs.48,257.00	90 Days	Up to 1:30 P.M. on 12-04-2023.	At 2:00 P.M. on 12-04-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 85/DNIeT/EE/ SBM/DIVN/2022-23.	Rs. 16,12,019.82	Rs.32,240.00	90 Days				
3	DNIeT No: 97/DNIeT/EE/ SBM/DIVN/2022-23.	Rs. 20,81,494.50	Rs.41,630.00	90 Days				
4	DNIeT No: 58/DNIeT/EE/ SBM/DIVN/2022-23.	Rs.24,04,534.23	Rs.48,091.00	90 Days				
5	DNIeT No: 108/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2022-23.	Rs.24,26,964.23	Rs.48,539.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

Executive Engineer
Sabroom Division} D(R&B)
Sabroom, South Tripura.

ICA/C-042/23

NIT NO: e-PT-02/W/EE/RDAD/2023-24 Dt. 03/04/2023
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 17/04/2023 for 5 (Five) nos works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-040/23

PNIeT No: 93/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 30/03/2023
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Kunjaban, Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the 'Governor of Tripura' from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti (OMNI / EECO) run by Petrol of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 18/04/2023 for the following work, Maintenance of Govt. residential building during the year 2022-23/ SH: Repair / Maintenance of building portion including water supply, sanitary installation and other allied works for Type IV(30 nos.), Type V (06 nos) & Type VI (02 nos) quarters at Kumaritilla Govt. Qtr Complex, Agartala/Hiring of Vehicle 1(one) Maruti (OMNI/EECO) Van not before manufacturing year 2018, in good working condition, by the fuel (Petrol) with commercial registration of the vehicle along with I(one) driver for the use of Assistant Engineer, Central! Sub- Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala during the year 2023-24. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 86/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost: Rs/-2,41,900.00 Earnest Money: 24,838.00 and Time for completion: 260 (two hundred sixty) days
Last date & time for online Bidding: 18/04/2023 upto 3:00 PM

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

ICA/C-037/23

PNIT NO: ePT67/EE/RD/KCP/DIV/2022-23 Dt. 24.03.2023
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 07.04.2023 for 03 (THREE) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2022-23. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Execitive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-031/23

পবিত্র হজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি - ২০২৩ ইং (১৪৪৪ হিজরী)

কেন্দ্রীয় হজ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ত্রিপুরায় বসবাসকারী যে সকল ভারতীয় নাগরিক ২০২৩ ইং সনে পবিত্র হজ করিবার জন্য আবেদন করেছেন তাহারা আগামী ৭ই এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে প্রত্যেকে মোট ৮১,৮০০/-(একাশি হাজার আটশত) টাকা করিয়া কেন্দ্রীয় হজ কমিটি প্রদত্ত State Bank of India এর চালানের মাধ্যমে State Bank এ অথবা Online এর মাধ্যমে জমা করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের আবেদন বাতিল হইবে।

অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পদ্ধতি :-

গুগল এ গিয়ে টাইপ করুন Haj Committee of India তারপর E-Payment ক্লিক করুন তারপর Online advance Payment এর অধীনে Box Fill up করুন Bank Reference, Mobile Number, E-mail ID দিয়ে Submit করুন। এইভাবে অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন।

আগামী ১০ই এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে সকল হজ যাত্রীর টাকা জমা দেওয়ার চালান, অরিজিনাল পাসপোর্ট, কেন্দ্রীয় হজ কমিটি প্রদত্ত ফর্মেট এ মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং ৩(তিন) কপি পাসপোর্ট আকারের ফটো ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি অফিস, হজ ভবন, আগরতলা জমা করিতে হইবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজ্য হজ কমিটি অফিস, হজভবন, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করিতে পারেন। (ফোন:- ০৩৮১-২৩৮৭৫৮৩/ ৯৪৮৫৪৬৪০৯১/ ৯৮৬২১৭২০৩৫)

০৭/০৪/২০২৩
(মোঃ হাবিব্জ উদ্দিন)
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি

ICA/D-22/23

NOTICE

Shr Gobinda Das Beishnab LDC. ai the office of the Wildlife Warden, Triashna Wildlife Sanctuary, Joychandpur is remaining on un-authorized absence from his Headquarter w. e. f, 30/07/ 2022 to till today on 01/ 04/2023. In this regard, Memo has been issued to him vide this office order No.F.8(GDB)/TWLS/ Estt/For- 2021/ 6,684-87 dated, 28/01/ 2022 & even No. 8,761- 764 dated, 25/03/2022 & even No. 1,901-904 dated, the Joychandpur, 04/06/2022, & No.2,736-739 dated, 01/07/ 2022. But all these attempts were in vain. Subsequently another Memo vide No.F.8(GDB)/TWLS/ Estt/For- 2021/ 8141-144dated,the Joychandpur, 29/11/2022 has been issued to Shri Gobinda Das Baishnab, L.D.C. of this office and this has been sent to his home address as per Service Book & Leave Account. But even then there is no
response from Shri Gobinda Das Baishnab, L.D.C. '
Missing diary has" béen jodged against Shri Gobinda Das Baishnab, LDC at P.R. Bari| Police station vide this office" letter No.F.8(GDB)/ TWLS/ Estt/For- 2021/ 9546-549 dated, 41/01/2023 and anotfter missing diary lodged at Belonia Police station vide this office letter No. 1 F.8(GDB)/TWLS/ Estt/For- 2021/ 11787-790 dated, 24/03/ 2023.
Apropos of the above Shri Gobinda Das Baishnab, L.D.C. is hereby directed to join to his headquarter within 7(seven) days from the date of publication of this Notice in local LNewspad.

ICA/D-19/23

Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

আগরতলায় অক্সিজেন পার্ক ঘুরে দেখেন জি-২০ সামিটের প্রতিনিধিরা। ছবি নিজস্ব।

নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে ঃ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মার্চ।। আজ ১০ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কৃষ্ণটালিতে স্থানীয় এলাকাবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগে ব্রহ্মা-শীতলা-কালীপুজো উপলক্ষে আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় মহতী রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, কোনো মানুষের বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে কতশত মানুষ, এটা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক মুমূর্ষু প্রাণ বাঁচাতে পারি। আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিনিময়ে একজন মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক অসাধ্যসাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এইজন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য। বর্তমানে সরকারি রক্তভাণ্ডারে সংরক্ষিত রক্তের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম মজুত আছে। বেসরকারীভাবে রক্ত কিনতে প্রচুর পয়সা লাগে। তাছাড়া রোগজীবাণু সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকে। সেই কারণে আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে।

সভ্যতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কর্তব্যমূলক কর্মসূচিগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র কাজটি হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পক্ষে কোন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হতে পারে রক্তদান। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর বহু মানুষ কেবলমাত্র রক্তের অভাবে মারা যায়। তাই আমাদের শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ রক্তের বিনিময়ে যদি আমরা সেই সকল মানুষের জীবন রক্ষায় সক্ষম হই তাহলে তা হবে সভ্য মানব জীবনের পরম সার্থকতা। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের তাঁদের এই সেবামূলক কাজ ও মানসিকতার জন্য তিনিধন্যবাদ জানান। তিনি রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক মৎস্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো দপ্তরের আধিকারিক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে মহাকরণে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মৎস্য দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেই রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মঙ্গলবার মহাকরণে দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যে চাহিদা অনুযায়ী মাছ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিগত দিনের কাজ কর্মের পর্যালোচনা এবং বর্তমানে মাছ চাষ করে যাতে চাষীরা ৬ নম্বর হতে পারে এবং রাজ্যের জনগণ চাহিদা অনুযায়ী মাছ পান সে বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব করা হয়। মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান আগরতলায় বসে পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাছ উৎপাদনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা সরে জমিনে খতিয়ে দেখবেন দপ্তরের মন্ত্রী আধিকারিক সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তারা। মৎস্য চাষীদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হবে। সার্বিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যকে মৎস্য চাষে স্বয়ংবর করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর দপ্তরের অধিকর্তা সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে মন্ত্রী এ ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন।

কলমচৌরায় ২৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।।পুলিশ ও আসাম রাইফেলের যৌথ অভিযানে কলমচৌড়ায় ২৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার। সাম রাইফেল ও পুলিশের যৌথ অভিযানে কলমচৌড়ায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমানে গাঁজা উদ্ধার করে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আসাম রাইফেল জোয়ানদের কাছে সোমবার রাতে গোপন খবর আসে কলমচৌড়া থানা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে মাটির নিচে প্রচুর গাঁজা মজুদ করা রয়েছে।এই গোপন খবর পেয়ে আসাম রাইফেলস কর্মীরা কলমচৌড়া থানা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মানিক্যনগর,কমলনগর এবং বক্সনগর রতনদুলা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে রাত ১২ থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত ২৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে।পরে এই গাঁজা গুলি কলমচৌড়া থানায় নিয়ে আসে।জানা যায় উদ্ধারকৃত গাজা গুলির বাড়ির মালিকের নাম চিহ্নিত করার কাজ চলছে। পুলিশ জানায় গাজার মালিকের নাম চিহ্নিত করে এনডিপিএস মামলা করবে আসামরাইফেল জোওয়ানরা।এই ঘটনায় কলমচৌড়ায় জড়িতদের মামলায় নথিভূক্ত করলে এলাকার গাঁজা পাচারকারীদের অনেকের নাম বেরিয়ে আসবে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

প্রয়াত হাফলঙের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিবেন্দ্র চক্রবর্তী

হাফলং (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : চলে গেলেন হাফলঙের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সমাজকর্মী শিবেন্দ্র চক্রবর্তী। আজ মঙ্গলবার বেলা ১:০৫ মিনিটে হাফলঙের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস করেন হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবেন্দ্র চক্রবর্তীর।

জানা গেছে, আজ সকালে নিজের বাড়িতে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করেন তিনি। খাবার খাওয়ার পর অসুস্থতাবোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাফলঙের একটি বেসরকারি হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁক চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিবেন্দ্র চক্রবর্তী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিবেন্দ্র চক্রবর্তীর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল, তাই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

াফলঙের বিশিষ্ট শিক্ষক শিবেন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন সবার কাছে অতি প্রিয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। সবার কাছে শিবু স্যার হিসেবে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। তিনি শুধু একজন প্রিয় শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন একজন সমাজকর্মী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ছিলেন হাফলং জগন্নাথ মন্দিরের পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র, বোন ও আত্মীয় পরিজন সহ অসংখ্য গুনমুগ্ধ। সকলের প্রিয় শিবু স্যার তথা শিবেন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যুর খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শহর জুড়ে তাঁর পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।এদিকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবেন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে হাফলং জগন্নাথ মন্দির পরিচালন কমিটি, বাঙালি কল্যাণ পরিষদ, হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ।

নেদারল্যান্ডে মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত যাত্রীবাহী ট্রেন; মৃত এক ও আহত ৩০

আমস্টারডাম, ৪ এপ্রিল (হি.স.): যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষের জেরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল নেদারল্যান্ডসে। মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনটি, এরপর যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুনও ধরে যায়। যাত্রীবাহী ট্রেনে মোট ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন।স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোররাতে দ্য হেগ শহরের কাছে একটি মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর একটি যাত্রীবাহী ট্রেন আংশিকভাবে লাইনচ্যুত হওয়ায় একজন মারা গিয়েছেন ও প্রায় ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। হেগের নিকটবর্তী ভোরশোটেন শহরে ভোররাত ৩.২৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কল্যাণপুরে গড়ে উঠছে ছাত্রীনিবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বরে গড়ে উঠছে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট তপশীলি জাতি ছাত্রী নিবাস। মঙ্গলবার দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবতীয় রূপরেখা তৈরি করার লক্ষ্যে কল্যাণপুর স্কুল এলাকা পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বরে গড়ে তোলা হচ্ছে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট তপশীলি জাতি ছাত্রী নিবাস। দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী মঙ্গলবার কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বর পরিদর্শন করে ছাত্রী নিবাস তৈরীর বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। উল্লেখ্য খোয়াই মহকুমায় এটিই হবে সবচেয়ে বড় তপশীলি জাতি ছাত্রীদের নিবাস। ছাত্রী নিবাসটি গড়ে উঠলে দূরদূরান্তের ছাত্রীরা এই আবাসে অবস্থান করে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। শীঘ্রই ছাত্রী নিবাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। বিশেষ করে গরিব অংশের তফশীলি জাতিভুক্ত ছাত্রীরা যাতে ছাত্রী নিবাসে অবস্থান করে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আজ চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি জাতীয় নাট্য উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আগামীকাল থেকে রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনে নাট্য ভূমি আয়োজিত চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি জাতীয় নাট্য উৎসব শুরু হচ্ছে। তিনদিনের এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্তর মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ আখতারুজ্জাম। এ বছরও নাট্য নাট্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য একজন বর্ষীয়ান শিল্পী কে চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হবে। এছাড়া নাট্য নির্মাণ ও সংগঠনের জন্য একজন শিল্পী কে নন্দদুলাল স্মৃতির সম্মাননা প্রদান করা হবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন নাট্যভূমি কর্ণধার তথা বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী সঞ্জয় কর। তিনি আরো বলেন ত্রিপুরা ছাড়াও বাংলাদেশ কলকাতা এবং কোচবিহারে নাট্য দল এই নাট্য উৎসবে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবে। ।তিনি বলেন প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হবে নাটক। উৎসবের শুরুতেই মঞ্চস্থ হবে বাংলাদেশ ঢাকার শূন্যন রিপার্টরি থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় নাটক লাল জমিন।

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন লেখক জ্যোতির্ময় দাস

আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। বাংলা শিশু সাহিত্য ও গদ্য সাহিত্যে বিশেষ উৎকর্ষ কাজের জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত ২০২৩ সালের সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন শিশু সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার জ্যোতির্ময় দাস। বইমেলার সমাপ্তি দিনে বইমেলার মঞ্চে লেখকের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত সাহিত্য পুরস্কারের মধ্যে এই পুরস্কার অন্যতম। ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন লেখক জ্যোতির্ময় দাস। তার লেখা শিশুসাহিত্য ও গবেষণামূলক গদ্য,প্রবন্ধের বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। ত্রিপুরার প্রাচীন সাহিত্যপত্র রবি পত্রিকা নিয়ে তার গবেষণা কাজ ইতিমধ্যে বিশ্বের দরবারে বিশেষ সমাদর কুড়িয়েছে। শিশু সাহিত্য বিশেষ করে ছড়া লিখে পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাইরে এমন কি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে লেখকের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে ‘ইন্সপ্যায়ার অ্যাওয়ার্ড-মানাক’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে আজ সচিবালয়ের অফিস কক্ষে নতুনদিল্লিতে আয়োজিত জাতীয়স্তরে ’ইন্সপ্যায়ার অ্যাওয়ার্ড-মানাক’ প্রতিযোগিতা বিজয়ী রাজ্যের দুইজন ক্ষুদে বি'নী সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হয়।এই দুইজন ক্ষুদে বিজ্ঞানী হলো আগরতলার শিশু বিহার স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী মধুরিমা দাস এবং মোহনপুরের জগৎপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র সাকিল সাহা। সাক্ষাতকারকালে মুখ্যমন্ত্রী তাদের দুইজনের হাতে শুভেচ্ছা মারক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেন। সাক্ষাতকারের সময় উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য মধুরিমা দাস এবং সাকিল সাহাকে বি'নক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবনী নৈনিক চিন্তাধারা বিকাশের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

এছাড়াও সচিবালয়ের অফিস কক্ষে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে ত্রিপুরা থেকে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস অফিস ট্রেনিং একাডেমিতে নির্বাচিত ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এন.সি.সি) পার্থ প্রতিম ভ-াচার্য্য সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সাক্ষাতকার পর্বে মুখ্যমন্ত্রী এন সি সি স্বেচ্ছাসেবীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের যুব সমাজকে সুশৃঙ্খল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এন সি সি-র বিরাট ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য পার্থ প্রতিম ভ-াচার্য্য আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের ছাত্র।মুখ্যমন্ত্রী পার্থ প্রতিম ভ-াচার্য্যের সুশৃঙ্খল ও উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেন। সাক্ষাতকারকালে কর্ণেল রাজ মান্নার, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা ছাড়াও এন সি সি-র পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

আবারো গ্রাম প্রধান সহ স্থানীয় যুবকদের মানবিকতার পরিচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মার্চ।। আবারো গ্রাম প্রধান সহ স্থানীয় যুবকদের মানবিকতার পরিচয়। স্বজনহারা এক অসুস্থ মধ্যবয়স্ক ব্যাক্তিকে এলাকার গ্রাম প্রধান ও এলাকার যুবকদের তৎপরতায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ।

উল্লেখ্য থাকে, করইলং শান্তিপাড়া এলাকার দুলাল পাল(দুলু) নামের এক স্বজন হারা মধ্য বয়স্ক অসুস্থ ব্যাক্তি নিজ ঘরে দীর্ঘ কয়েক দিন যাবত মরণব্যাধি রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু পথযাত্রী। দীর্ঘদিন নিজ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় ব্যাথার যন্ত্রণা নিয়ে করতাছিল দুলাল পাল। এলাকাবাসীদের তরফ থেকে সেই খবর শুনে বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান নির্মল সূত্রধর তার বাড়িতে ছুটে যায়। নির্মল সূত্রধর ও এলাকার যুবকদের তৎপরতায় অসুস্থ ব্যাক্তিকে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে এলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যাক্তির চিকিৎসা শুরু করে, বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যাক্তি।

তবে বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান নির্মল সূত্রধর বিগত দিন গুলিতে জনগণদের সেবা এবং দীন-দুঃখীদের পাশে সবসময়ই দাঁড়িয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন। এমনকি উনার কাজের প্রতি আস্থা রেখে বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত আদর্শ গ্রাম হিসাবে বিবেচিত হয়।

এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে গ্রাম নির্মল সূত্রধর বলেন,,, স্বজনহারা দুঃখীদের পাশে সদা নিমজ্জিত থাকবে। জনস্বার্থে তিনি জনগণদের কল্যাণে কাজ করে যাবেন বলে তিনি জানান।

অসমের বাজেট অধিবেশনে বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাড়ানোর দাবি

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসম বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি উঠেছে। আজ মঙ্গলবার কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হুসেন শিকদার বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বছরে ১ কোটি থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব পেশ করেন। জাকির হুসেন শিকদারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দলীয় (রাইজর দল) বিধায়ক অখিল গগৈ বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মূলধন ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিরোধী বিধায়করা টেবিল চাপড়ে তাঁর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। জাকির হুসেন শিকদার প্রস্তাবটির ওপর শাসক দলের সমর্থন চেয়ে একে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত করতে আবেদন রেখেছিলেন।এদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, গত ১৩ বছর ধরে বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। তিনি বলেন, বিধানসভা এলাকা উন্নয়নের জন্য এই তহবিল বাড়ানো প্রয়োজন।

শাসকদল বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি এই প্রস্তাবকে ‘অব্যবহারিক’ বল বিরোধিতা করে বলেন, সরকারি প্রকল্পগুলি বেল বিধায়কদের পরামর্শের ভিত্তিতে অনুসরণ করা হয়। তাই বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মূলধন বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। বলেন, বিধায়করা এমনিতেই ৫০ অব্যবহারিক’ বল বিরোধিতা করে বলেন, সরকারি প্রকল্পগুলি বেল বিধায়কদের পরামর্শের ভিত্তিতে অনুসরণ করা হয়। তাই বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মূলধন বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই।কোটি টাকার বেশি বার্ষিক প্রকল্প লাভ করেন। সংসদীয় পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন, বহু জায়গায় সাংসদ, বিধায়কের তহবিলে অনিয়ম চলে, মানুষ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। সরকার সব বিধানসভা এলাকা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। সরকার বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তাবয়ন করছে। তবে এ ব্যাপারে বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে বিবেচনা করা হবে। পীযূষ বলেন, সম্মানীয় বিধায়কদের প্রস্তাবকে সরকার নাকচ করেনি।

মন্ত্রীর জবাব শুনে বিধায়ক জাকির হুসেন শিকদার বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মির প্রদত্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই এ বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবে। তিনি তাঁরা প্রস্তাবও প্রত্যাহার করে নেন।

বাজারে বাড়ছে তরমুজের চাহিদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মার্চ।। চৈত্রের দাবদাহ গরমে সাধারণ মানুষজনের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত ঠিক তখনই বাজারে হাজির রসালো ফল তরমুজ। গরম থেকে সাধারণ মানুষজনেদের ক্লান্তি কাটিয়ে সতেজতায় ভরিয়ে দিতে বিক্রেতারা তরমুজের পরসা সাজিয়ে বসেছে বাজারে।তরমুজ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিক্রেতারা পরসা সাজিয়ে বসে রাজ্যের বিভিন্ন বাজার গুলিতে। এর থেকে ব্যাতিক্রম যায়নি তেলিয়ামুড়া বাজারও। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া বাজারে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল এমনটাই চিত্র।

কথা প্রসঙ্গে এক তরমুজ বিক্রেতা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে বলেন, বিগত ৩৬-৩৭ বছর ধরে তিনি তরমুজ বিক্রি করে আসছেন। অন্যান্য বছর থেকে এবছর তরমুজের দাম অনেকাংশেই কম। ক্রেতা সাধারনের নাগালের মধ্যেই রয়েছে তরমুজের দাম। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এ বছর তরমুজের অনেকাংশেই কম বলে দাবি তরমুজ বিক্রেতার। তিনি জানান,, গৌহাটি, শিলিগুড়ি সহ বহিঃ রাজ্য থেকে রাজ্যের বাজার গুলিতে তরমুজ আসলে তরমুজের দাম ক্রেতা সাধারণের নাগালের মধ্যে থাকে নতুবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে বৃদ্ধি পায় রসালো ফল তরমুজের দাম। তিনি জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া বাজারে এখন পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ১০ টনের মতো তরমুজ মজুদ রয়েছে। যদিও বর্তমানে তরমুজ পাইকারি ৩০ থেকে ৪০ টাকা ও খুচরা ৫০ থেকে ৬০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ।

তবে যাই হোক, সাধারণ মানুষজন গরম থেকে পরিত্রাণ পেতে রসালো ফল তরমুজের পরসা সাজিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বাজার গুলিতে বিক্রেতারা বসে থাকলেও তেমন ভাবে যে ক্রেতা সাধারণের দেখা মিলছে না এতে করে তরমুজ বিক্রেতাদের কপালে এক প্রকার চিন্তার ভাঁজ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।